# ২৩ পারা

وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٢)

(২২) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর উপাসনা করব না কেন?[১]

أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنقِذُونِ (٢٣)

(২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? পরম দয়াময় আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।[২]

إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٢٤)

(২৪) এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।[৩]

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (٢٥)

(২৫) আমি তো তোমাদের প্রতিপালকে বিশ্বাসী, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।[৪]

قِيلَ ادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦)

(২৬) (তখন তারা তাকে হত্যা করল এবং তার মৃত্যুর পর) তাকে বলা হল, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলে উঠল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত--

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ الْمُكْرَمِينَ (٢٧)

(২৭) কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের দলভুক্ত করেছেন।'[৫]

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (٢٨)

(২৮) আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি[৬] এবং বাহিনী প্রেরণ করা আমার নীতিও ছিল না।[৭]

إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩)

(২৯) কেবলমাত্র এক মহাগর্জন হল। ফলে ওরা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।[৮]

---

(১) তিনি নিজের তওহীদবাদী হওয়ার কথা প্রকাশ করলেন, যাতে তাঁর উদ্দেশ্য নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা ও তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া। এও হতে পারে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল যে, তুমিও সেই উপাস্যের উপাসনা করছ, যার দিকে এই সকল রসূল আমাদেরকে আহবান করছে এবং তুমিও আমাদের উপাস্যকে বর্জন ক'রে বসেছ? যার উত্তরে তিনি এ কথা বলেছিলেন। মুফাস্সিরগণ তাঁর নাম হাবীব নাজ্জার বলেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(২) এখানে সেই বাতিল উপাস্যদের অক্ষমতা ও অসহায়তার কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যাদের উপাসনা তাঁর সম্প্রদায় করত এবং শির্কের সেই ভ্রষ্টতা থেকে নিস্তার দেওয়ার জন্য তাদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল। 'উদ্ধার করতেও পারবে না' কথাটির অর্থ হল, যদি আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে চান, তবে এ (বাতিল উপাস্য)রা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

(৩) অর্থাৎ, যদি আমিও তোমাদের মত এক আল্লাহকে ছেড়ে সেই ক্ষমতাহীন অসহায় উপাস্যদের উপাসনা শুরু ক'রে দিই, তবে আমিও প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে যাব। অথবা ضَلاَل (বিভ্রান্তি) শব্দটি এখানে خُسْرَان (ক্ষতি) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ এটা তো একেবারে ক্ষতিকর বাণিজ্য হবে।

(৪) তওহীদের দাওয়াত দেওয়া ও একত্ববাদকে স্বীকার করার ফলে তাঁর জাতি তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তিনি পয়গম্বরগণকে সম্বোধন ক'রে বললেন (উদ্দেশ্য নিজের ঈমানের উপর সেই পয়গম্বরগণকে সাক্ষ্য রাখা) অথবা তাঁর জাতিকে সম্বোধন ক'রে বললেন (যার উদ্দেশ্য সত্য দ্বীনের উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা প্রকাশ ছিল), তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার; কিন্তু ভালোভাবে শুনে নাও যে, আমার ঈমান সেই প্রতিপালকের উপরে আছে যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক। বলা হয় যে, তারা তাঁকে মেরে ফেলেছিল এবং তাতে তাদেরকে কেউ বাধা দেয়নি। রাহিমাহুল্লাহ।

(৫) অর্থাৎ, যে ঈমান ও তওহীদের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন, যদি সে কথা আমার সম্প্রদায় জানত, তাহলে তারাও ঈমান ও তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর বিভিন্ন অনুগ্রহের হকদার হয়ে যেত। এইভাবে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও নিজ জাতির মঙ্গল চেয়েছেন। একজন প্রকৃত মু'মিনকে এমনই হওয়া দরকার যে, সে সর্বদা মানুষের মঙ্গল কামনা করবে; অমঙ্গল নয়। তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে; পথভ্রষ্ট করবে না। তাতে মানুষ তার সাথে যেমনই ব্যবহার করুক না কেন; এমনকি যদিও তাকে মেরে ফেলে।

(৬) অর্থাৎ, হাবীব নাজ্জারের হত্যার পর আমি তাদেরকে ধ্বংসের জন্য আসমান থেকে ফিরিশ্তাদের কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি। এ কথা বলে ঐ জাতির তুচ্ছ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৭) অর্থাৎ, যে জাতিকে ধ্বংস করার অন্য পন্থা লেখা হয়, সে জাতির জন্য আমি ফিরিশ্তাও প্রেরণ করি না।

(৮) বলা হয়েছে যে, জিব্রাঈল ﷺ একটি হুঙ্কার দিয়েছিলেন, যাতে সকলের শরীর থেকে প্রাণ বের হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নিভানো আগুনের মত স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। জীবন যেন এক প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। আর মৃত্যু হল তা নিভে ভস্মে পরিণত হওয়া।

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠)

(৩০) পরিতাপ এমন দাসদের জন্য![৯] ওদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তখনই ওরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (٣١)

(৩১) ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না।[১০]

وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣٢)

(৩২) এবং অবশ্যই ওদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।[১১]

وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣)

(৩৩) মৃত ধরিত্রী ওদের জন্য একটি নিদর্শন,[১২] যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা ওরা ভক্ষণ করে।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ (٣٤)

(৩৪) ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ[১৩] এবং উৎসারিত করি বহু প্রস্রবণ।

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ(٣٥)

(৩৫) যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে তার ফলমূল,[১৪] যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়।[১৫] তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)

(৩৬) পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি মাটি হতে উৎপন্ন উদ্ভিদ, স্বয়ং মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না, তাদের সকলকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[১৬]

---

(৯) হতভাগ্য ঐ বান্দাগণ নিজেদের উপর আক্ষেপ ও আফসোস প্রকাশ করবে কিয়ামতের দিন আযাব দর্শনের পর এবং বলবে যে, যদি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আমরা অবহেলা না করতাম! অথবা আল্লাহ তাআলা বান্দার অবস্থার উপর আফসোস করছেন যে, তাদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তখনই তারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

(১০) এতে মক্কাবাসীদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, রসূলের রিসালাতকে মিথ্যা ভাবার কারণে যেমন পূর্ব জাতি ধ্বংস হয়েছে, অনুরূপ তারাও ধ্বংস হতে পারে।

(১১) এখানে إِنْ হল নাফিয়াহ (নেতিবাচক) এবং لَمَّا শব্দটি إِلَّا এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আসল অনুবাদ হবে ঃ এমন কেউ নেই, যে আমার নিকট উপস্থিত হবে না। উদ্দেশ্য হল যে, অতীতে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে ও ভবিষ্যতে যারা আসবে সকল মানুষ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। যেখানে তাদের হিসাব নিকাশ হবে।

(১২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা এবং মৃতদের পুনরায় জীবিত করার উপর নিদর্শন।

(১৩) অর্থাৎ, মৃত পৃথিবীকে জীবিত ক'রে আমি তা থেকে তাদের খাবারের নিমিত্তে শুধু ফসলই উৎপন্ন করিনি, বরং তাদের কাজ ও মুখের তৃপ্তির জন্য বিভিন্ন রকমের ফল অধিক মাত্রায় সৃষ্টি করেছি। এই আয়াতে শুধু দুই প্রকার ফলের কথা উল্লেখ হওয়ার কারণ হল, উক্ত ফল দুটি খুবই উপকারী এবং আরবদের নিকট অতি পছন্দনীয়ও বটে। তাছাড়া এই দুই ফলের গাছ আরব্য-ভূমিতেই অধিক হারে পাওয়া যায়। ফসলের উল্লেখ আগে করেছেন। কারণ ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং মানুষের খোরাকের দিক দিয়েও ফসলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষ যতক্ষণ ভাত-রুটি ইত্যাদি খাবার পেট পূর্ণ করে না খায়, ততক্ষণ শুধু ফল-ফ্রুট দ্বারা খাবারের প্রয়োজন পূর্ণ হয় না।

(১৪) অর্থাৎ, কিছু জায়গায় পানির ঝরনা প্রবাহিত করেন, যার পানি দ্বারা উৎপাদিত ফল মানুষ ভক্ষণ ক'রে থাকে।

(১৫) ইমাম জারীর (রহঃ) এর নিকট এখানে مَا নাফিয়াহ (নেতিবাচক)। অর্থাৎ উৎপন্ন ফল-ফসল আল্লাহ তাআলার বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ। তাতে বান্দার প্রচেষ্টা, মেহনত, পরিশ্রম ও কষ্টের কোন হাত নেই। এর পরেও তারা আল্লাহর এই সকল নিয়ামতের উপর তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন কেন করে না? অনেকের নিকট مَا মওসূলাহ যা الَّذِيْ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যাতে তারা সেই ফল ভক্ষণ করে এবং ঐ বস্তুও ভক্ষণ করে, যা তাদের হাত তৈরি করেছে। হাতের কর্ম বলতে জমি চাষ ক'রে তাতে বীজ বপন করা, সেচন ও দেখাশোনা করা, অনুরূপ ফল খাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি; যেমন তার রস বের ক'রে পান করা, বিভিন্ন ফল-ফ্রুটকে একত্রিত ক'রে আচার, জেলি, মোরব্বা ইত্যাদি বানিয়ে খাওয়া ইত্যাদি।

(১৬) অর্থাৎ, মানুষের মত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকেও আমি নর ও মাদী করে সৃষ্টি করেছি। এ ছাড়া আকাশে ও মাটির নিম্নদেশে যে সকল বস্তু তোমাদের অদৃশ্য, যা তোমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত, তাদের মাঝেও জোড়া বা নর-মাদার এই নিয়ম রেখেছি। অতএব তোমরা সকল সৃষ্টিই জোড়া জোড়া। বৃক্ষাদির মাঝেও নর-মাদার একই নিয়ম আছে। এমনকি পরকালের জীবন ইহকালের জীবনের জোড়া সমতুল্য। আর ইহকালের জীবন পরকালের জীবনের জন্য একটি বিবেক-প্রসূত যুক্তি ও প্রমাণ স্বরূপও। শুধু এক আল্লাহর সত্তা; যিনি সৃষ্টি জগতের এই গুণ ও সকল প্রকার কমি ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি একক, অদ্বিতীয়, বিজোড়; তাঁর কোন জোড়া নেই।

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ(٣٧)

(৩৭) রাত ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।[১৭]

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(٣٨)

(৩৮) আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তীর মধ্যে আবর্তন করে;[১৮] এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) নিয়ন্ত্রণ।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ(٣٩)

(৩৯) এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি;[১৯] অবশেষে তা পুরাতন খেজুর মোছার ডাঁটার আকার ধারণ করে।[২০]

لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

(৪০) সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়,[২১] রজনীও দিবসকে অতিক্রম করতে পারে না[২২] এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।[২৩]

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (٤١)

(৪১) ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের বংশধরদেরকে বোঝাই জলযানে আরোহণ করিয়েছিলাম;[২৪]

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (٤٢)

(৪২) এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে ওরা আরোহণ করে।[২৫]

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ(٤٣)

(৪৩) আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি; সে অবস্থায় ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং ওরা পরিত্রাণও পাবে না--

إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ (٤٤)

(৪৪) ওদের প্রতি আমার করুণা না হলে এবং ওদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে।

(১৭) অর্থাৎ, আল্লাহর অসীম শক্তির একটি প্রমাণ এও যে, তিনি দিনকে রাত থেকে আলাদা করে দেন। যার ফলে সাথে সাথে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। سلخ এর অর্থ কোন পশুর দেহ থেকে তার চামড়া আলাদা করে দেওয়া, যাতে তার মাংস বের হয়ে যায়। অনুরূপ আল্লাহ তাআলা দিনকে রাত থেকে আলাদা ক'রে দেন। أظلم এর অর্থ হল অন্ধকারে প্রবেশ করা। যেমন أصبح، أمسى، أظهر এর অর্থ হল সকাল, সন্ধ্যা এবং যোহরের সময়ে প্রবেশ করা।

(১৮) অর্থাৎ, নিজের সেই কক্ষ পথে ঘোরে, যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন। নির্দিষ্ট সেই স্থান থেকে তারা পরিক্রমা আরম্ভ করে এবং সেই স্থানেই ভ্রমণ শেষ করে। তা থেকে সামান্য পরিমাণও এমন এদিক ওদিক হয় না যে, তার ফলে কোন অন্য চলমান গ্রহের সাথে ধাক্কা লেগে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হল, "নিজ অবস্থান ক্ষেত্রের জন্য।" আর তার ঐ ক্ষেত্র হল আরশে ইলাহীর নিম্নদেশ। যেমন হাদীসে বর্ণনা হয়েছে যে, "সূর্য প্রত্যহ অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। অতঃপর সেখান থেকে পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়।" *(বুখারী ঃ সূরা ইয়াসীনের তফসীর)* দুই অর্থেই لِمُسْتَقَرٍّ শব্দটিতে লাম ইল্লাত (কারণ বর্ণনা)এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ مُسْتَقَرٌّ لَّهَا لِأَجَلٍ অনেকে বলেন যে, এখানে لام হরফটি إلى এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তখন তার مُسْتَقَرّ (স্থিরতার সময়) হবে কিয়ামত। অর্থাৎ, সূর্যের এই চলাফেরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিয়ামতের দিন তার চলা বন্ধ হয়ে যাবে। এই তিন প্রকার অর্থই নিজ নিজ স্থানে সঠিক।

(১৯) চাঁদের ২৮টি কক্ষপথ আছে। প্রত্যহ একটি করে কক্ষপথ অতিক্রম করে। অতঃপর দুই রাত্রি অদৃশ্য থেকে তৃতীয় রাত্রে বের হয়ে আসে।

(২০) অর্থাৎ, যখন শেষ কক্ষে পৌঁছে যায়, তখন একেবারে সরু হয়ে যায়; যেমন খেজুরের পুরাতন মোছার ডাঁটা, যা শুকিয়ে বাঁকা হয়ে যায়। চাঁদের এই বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত পরিভ্রমণ দ্বারা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ নিজেদের দিন, মাস ও বছরের হিসাব এবং ইবাদতের সময় নির্ণয় ক'রে থাকে।

(২১) অর্থাৎ, সূর্যের জন্য সম্ভব নয় যে, সে চাঁদের কাছাকাছি হবে এবং তার ফলে তার আলো শেষ হয়ে যাবে। বরং উভয়ের নিজ নিজ কক্ষপথ ও আলাদা আলাদা গন্ডিসীমা আছে। সূর্য দিনে ও চাঁদ রাতেই উদিত হয়, কখনও এর ব্যতিক্রম না ঘটা এ কথারই প্রমাণ যে, এ সবের নিয়ন্তা ও পরিচালক একজন আছেন।

(২২) বরং এরাও এক নিয়ম-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এক অপরের পরে আসতে থাকে।

(২৩) كُلٌّ বলতে সূর্য, চন্দ্র, অথবা তার সাথে অন্য নক্ষত্রকেও বুঝানো হয়েছে। সব কিছু নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ করে, তাদের কারো একে অপরের সাথে সংঘর্ষ হয় না।

(২৪) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌকাসমূহ (জাহাজ) চলাচল সহজ ক'রে দিয়েছেন, এমনকি তোমরা নিজেদের সাথে ভরা জাহাজে আপন সন্তান-সন্ততিকেও নিয়ে যাও। দ্বিতীয় অর্থ এও করা হয়েছে যে, ذُرِّيَّةٌ (বংশধর) বলতে উদ্দেশ্য হল পিতৃপুরুষদের বংশধর এবং 'বোঝাই জলযান' বলতে নূহ ﷺ-এর জাহাজকে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নূহ ﷺ-এর জাহাজে যে সকল লোকদেরকে উঠানো হয়েছিল, পরে তাদের থেকেই মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়েছে। সত্যপক্ষে মনুষ্য-বংশের পিতৃপুরুষ তাতে সওয়ার ছিল।

(২৫) অর্থাৎ, এমন যানবাহন যা নৌকার মতই মানুষ এবং বাণিজ্য-সামগ্রীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। এতে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকার যানবাহন আবিষ্কৃত হবে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন উড়োজাহাজ, (মোটর চালিত) জলজাহাজ, ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি এবং অন্যান্য যানবাহন।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٥)

(৪৫) যখন ওদেরকে বলা হয়, 'তোমরা অগ্রে যা (পাপ বা শাস্তি) আছে ও পশ্চাতে যা (পাপ বা শাস্তি) আছে, তাকে ভয় কর; যাতে তোমরা করুণার পাত্র হতে পার।' (তখন ওরা তা অগ্রাহ্য করে।)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٦)

(৪৬) যখনই ওদের প্রতিপালকের কোন নিদর্শন ওদের নিকট আসে, তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[২৬]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٤٧)

(৪৭) যখন ওদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছেন, তা হতে ব্যয় কর',[২৭] তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ খাওয়াতে পারতেন, আমরা কেন তাকে খাওয়াব?[২৮] তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।'[২৯]

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (٤٨)

(৪৮) ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে বল, এ প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে?'

مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩)

(৪৯) ওরা তো এক মহাগর্জনের অপেক্ষায় আছে যা এদের বাক্-বিতন্ডাকালে ওদেরকে আঘাত করবে।[৩০]

فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠)

(৫০) ওরা অসিয়ত করতে (শেষ কথা বলতে) সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে না।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥١)

(৫১) যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে[৩১] তখন মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢)

(৫২) ওরা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল?'[৩২] এ হল তা-ই, পরম দয়াময় যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।

إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣)

(৫৩) এ হবে এক মহাগর্জন; তখনই ওদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤)

(৫৪) এবং বলা হবে, আজ কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

---

(২৬) অর্থাৎ, তওহীদ ও রসূলের সত্যতার যে সকল নিদর্শনই তাদের সামনে আসে, তাতে তারা চিন্তা-ভাবনাই করে না যে, তাতে তারা উপকৃত হবে। বরং প্রত্যেক নিদর্শনকে অস্বীকার করাই তাদের স্বভাব।

(২৭) অর্থাৎ, গরীব-মিসকীন এবং অভাবী ব্যক্তিদেরকে দান কর।

(২৮) অর্থাৎ, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে গরীবই করত না, অতএব আমরা তাদেরকে দান ক'রে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত আচরণ কেন করব?

(২৯) অর্থাৎ, 'গরীবদেরকে সাহায্য কর' এই কথা বলে তোমরা স্পষ্ট ভুল করছ। তাদের এই কথা ঠিক ছিল যে, দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা আল্লাহর ইচ্ছায় ছিল, কিন্তু তাকে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার বাহানা বানিয়ে নেওয়া ভুল ছিল। কারণ তাদেরকে সাহায্য করার আদেশদাতাও তো আল্লাহ ছিলেন। সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি তো গরীব-মিসকীনদেরকে সাহায্য করাতেই নিহিত আছে। কারণ ইচ্ছা এক জিনিস, আর সন্তুষ্টি অন্য এক জিনিস। ইচ্ছার সম্পর্ক সৃষ্টিগত বিষয়সমূহের সাথে এবং তার ফলে যা কিছু ঘটে, তার হিকমত ও যৌক্তিকতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর সন্তুষ্টির সম্পর্ক শরয়ী বিষয়সমূহের সাথে, যা পালন করার আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

(৩০) অর্থাৎ, মানুষ বাজারে কেনা-বেচা এবং স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী কথাবার্তা ও বাক্-বিতন্ডায় ব্যস্ত থাকবে, এমতাবস্থায় হঠাৎ শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। এটা হবে প্রথম ফুৎকার, যাকে نَفْخَةُ فَزَعٍ বলা হয়। বলা হয়েছে যে, এর পরে দ্বিতীয় ফুৎকার হবে نَفْخَةُ الصَّعْقِ যাতে আল্লাহ তাআলা ছাড়া সমস্ত জীব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

(৩১) প্রথম মত অনুযায়ী এটা দ্বিতীয় ফুৎকার এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটা তৃতীয় ফুৎকার হবে, যাকে نَفْخَةُ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ বলা হয়। এতে মানুষ কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। *(ইবনে কাসীর)*

(৩২) কবরকে নিদ্রাস্থল বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, কবরে তাদের আযাব হবে না। বরং তখন যে ভয়ানক দৃশ্য এবং শাস্তির কঠিনতা দেখবে, তার তুলনায় তাদেরকে কবরের জীবন একটি নিদ্রাস্থল বলে মনে হবে।

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥)

(৫৫) এ দিন বেহেশ্তিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে,[৩৩]

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ(٥٦)

(৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧)

(৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু।

سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (٥٨)

(৫৮) পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম' (শান্তি)।[৩৪]

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩)

(৫৯) আর (বলা হবে,) 'হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।'[৩৫]

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠)

(৬০) হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার নিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না,[৩৬] কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু,[৩৭]

وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١)

(৬১) এবং আমারই দাসত্ব কর।[৩৮] এটিই সরল পথ।[৩৯]

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ(٦٢)

(৬২) শয়তান তো তোমাদের পূর্বে বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছে; তবুও কি তোমরা বোঝ না?[৪০]

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣)

(৬৩) এটিই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤)

(৬৪) তোমাদের অবিশ্বাস (কুফরী) করার কারণে আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর।[৪১]

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

(৬৫) আমি আজ এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষি দেবে।[৪২]

---

([৩৩]) فَاكِهُوْنَ এর অর্থ হল فَارِحُوْنَ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যশীল।

([৩৪]) আল্লাহর এই সালাম ফিরিশ্তাগণ জান্নাতীগণের নিকট পৌঁছে দেবেন। অনেকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা নিজে সরাসরি তাদেরকে সালাম দিয়ে সম্মানিত করবেন।

([৩৫]) অর্থাৎ, মু'মিনদের থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়াও। অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে মু'মিন ও অনুগত এবং কাফের ও অবাধ্যকে আলাদা আলাদা ক'রে দেওয়া হবে। যেমন অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন (وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ) (يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ) أي: يَصِيْرُوْنَ صَدْعَيْنِ فِرْقَتَيْنِ অর্থাৎ, সেই দিন মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। *(সূরা রূম ১৪, ৪৩ আয়াত)* দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল যে, পাপীদেরকেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত ক'রে দেওয়া হবে। যেমন ইয়াহুদীদের দল, খ্রিষ্টানদের দল, বেদ্বীনদের দল, অগ্নিপূজকদের দল, ব্যভিচারীদের দল, মদ্যপায়ীদের দল ইত্যাদি ইত্যাদি।

([৩৬]) এখানে উদ্দেশ্য হল ঐ অঙ্গীকার যা আদম ﷺ-এর পিঠ থেকে বের করার পর তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। *(সূরা আ'রাফ ১৭২ আয়াত দ্রঃ)* অথবা ঐ অসিয়ত যা পয়গম্বরদের মুখে মানুষকে করা হয়েছে। অনেকের নিকট সেই সকল জ্ঞান ও বিবেকভিত্তিক প্রমাণপুঞ্জ যা আকাশ ও পৃথিবীতে মহান আল্লাহ ছড়িয়ে রেখেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৩৭]) অর্থাৎ, তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত এবং তার কুমন্ত্রণা গ্রহণ করা থেকে এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং সে তোমাদেরকে সব রকমভাবে পথভ্রষ্ট করার শপথ করে রেখেছে।

([৩৮]) অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে আরো অঙ্গীকার নিইনি যে, তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে এবং আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করবে না।

([৩৯]) অর্থাৎ, শুধু এক আল্লাহরই ইবাদত করবে, এটাই সেই সরল ও সঠিক পথ, যার প্রতি রসূলগণ মানুষকে আহবান করতেন এবং এটাই বাঞ্ছিত গন্তব্যস্থানে অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছবে।

([৪০]) অর্থাৎ, তোমাদের এতটুকুও জ্ঞান ও বুঝ নেই যে, শয়তান তোমাদের শত্রু, তার আনুগত্য করা উচিত নয় এবং আমি তোমাদের প্রভু, আমিই তোমাদেরকে অন্ন দান করি এবং আমিই দিবারাত্রি তোমাদের হিফাযত করি। সুতরাং আমার অবাধ্যতা করা তোমাদের উচিত নয়। তোমরা শয়তানের শত্রুতা এবং আমার ইবাদতের অধিকারকে না বুঝে নেহাতই নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিচ্ছ।

([৪১]) অর্থাৎ, এখন সেই নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ কর এবং নিজেদের কুফরীর কারণে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মজা আস্বাদন কর।

([৪২]) এই মোহর লাগানোর প্রয়োজন এই জন্য হবে যে, কিয়ামতের দিন প্রথম দিকে মুশরিকরা মিথ্যা বলবে এবং বলবে, (وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) অর্থাৎ, ঐ আল্লাহর শপথ যিনি আমাদের প্রভু, আমরা মুশরিক ছিলাম না। *(সূরা আনআম ২৩ আয়াত)* সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন, ফলে তারা কথা বলার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ তাআলা মানুষের শরীরের অন্য অঙ্গকে কথা বলার শক্তি প্রদান করবেন। সুতরাং হাত বলবে, 'আমার দ্বারা সে এই এই কর্ম করেছিল' এবং পা তার সাক্ষি দেবে। ঠিক এইভাবে স্বীকার ও সাক্ষি, উভয় পর্যায় পার হয়ে যাবে। এ ছাড়া কথা বলতে সক্ষম

أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥)

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٦)

(৬৬) আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারতাম। তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি ক'রে দেখতে পেত।[৪৩]

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَلا يَرْجِعُونَ (٦٧)

(৬৭) এবং আমি ইচ্ছা করলে এদের স্ব-স্ব স্থানে এদের আকার বিকৃত ক'রে দিতে পারতাম, ফলে এরা আগে বাড়তে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।[৪৪]

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (٦٨)

(৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে তো জরাগ্রস্ত ক'রে দিই।[৪৫] তবুও কি ওরা বোঝে না?[৪৬]

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩)

(৬৯) আমি তাকে (রসূলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন;[৪৭]

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٠)

(৭০) যাতে সে জীবিত (জাগ্রতচিত্ত) ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করতে পারে[৪৮] এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়।[৪৯]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا

(৭১) ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছি[৫০] তার মধ্যে ওদের জন্য সৃষ্টি করেছি পশু[৫১] এবং ওরাই

---

বস্তুর মোকাবেলায় কথা বলতে অক্ষম বস্তুর কথা বলে সাক্ষ্য দেওয়া, দলীল ও প্রমাণ হিসাবে অধিক প্রভাবশালী হয়; যেহেতু তাতে অলৌকিক বিষয় পাওয়া যায়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* মুখ ছাড়া অন্য অঙ্গের কথা বলার বিষয়টি হাদীসসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। *(দেখুন সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুয্ যুহদ)*

(৪৩) অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করার পর তারা কিভাবে পথ দেখত? কিন্তু এটা তো আমার সহনশীলতা ও দয়া যে, আমি তা করিনি।

(৪৪) অর্থাৎ, না সামনে আসতে পারত আর না পিছনে ফিরে যেতে পারত, বরং পাথরের মত একই স্থানে পড়ে থাকত। مسخ এর অর্থ হল সৃষ্টির আমূল বিকৃতি সাধন, অর্থাৎ মানুষকে পাথর বা জন্তুর রূপে পরিবর্তন ক'রে দেওয়া।

(৪৫) অর্থাৎ, আমি যাকে বেশি আয়ু দান করি, তার দৈহিক অবস্থা পরিবর্তন ক'রে পুরো তার উল্টো অবস্থা ক'রে দিই। অর্থাৎ সে যখন বাচ্চা থাকে, তখন তার বাড়-বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং তার বুঝশক্তি ও দৈহিক শক্তিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে সে যুবক ও প্রৌঢ় অবস্থায় পৌঁছে। তারপর এর বিপরীত তার বুঝশক্তি ও দৈহিক শক্তি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হতে থাকে; এমনকি পরিশেষে সে একটি শিশুর ন্যায় হয়ে যায়।

(৪৬) যে, যে আল্লাহ এরূপ করতে সক্ষম, তিনি কি পুনরায় মানুষকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

(৪৭) মক্কার মুশরিকরা নবী ﷺ-কে মিথ্যুক প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলত। তার মধ্যে একটা কথা এই ছিল যে, তুমি কবি এবং এই কুরআন তোমারই কবিতার ছন্দ মাত্র। আল্লাহ তাআলা তাদের এই কথা খন্ডন ক'রে বললেন যে, সে না কবি, আর না কুরআন কবিতামালার সমষ্টি; বরং এ হল নসীহত ও উপদেশমালা। কাব্যে সাধারণতঃ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি এবং কখনো অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য থাকে। কবিতায় শুধু কবির আবেগ ও আকাশ-কুসুম কল্পনা থাকে। তার ভিত্তি হয় মিথ্যার উপরে। এ ছাড়া কবিরা শুধু বাক্য বিশারদ হয়, কাজের কাজী নয়। যার কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, শুধু এই নয় যে, আমি আমার পয়গম্বরকে কবিতা শিক্ষা দিইনি এবং তাঁর প্রতি কবিতা অহী করিনি; বরং কুরআনের বাক্‌রীতি ও প্রকৃতি এই রকম করেছি যে, কবিতার সাথে তার কোন সম্পর্ক ও সাদৃশ্যই নেই। আর এ জন্যই মহানবী ﷺ যখন কারোর কবিতা পড়তেন তখন অধিকাংশ ভুল পড়তেন এবং কবিতার ছন্দ ও ওজন ভেঙ্গে যেত; যার উদাহরণ হাদীসে বিদ্যমান। এই সতর্কতা অবলম্বন এই জন্য করা হয়েছে, যাতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হয়, তাদের সন্দেহের অবসান ঘটে এবং তারা যেন বলতে না পারে যে, কুরআন তাঁর রচিত কাব্য। যেমন উক্ত সন্দেহ অবসানের নিমিত্তেই তিনি নিরক্ষর ছিলেন; যাতে মানুষ কুরআন সম্পর্কে এ কথা বলতে না পারে যে, এটা তিনি অমুক ব্যক্তি থেকে শিক্ষা অর্জন ক'রে তা সাজিয়ে-গুছিয়ে রচনা করেছেন। অবশ্য কোন কোন সময় তাঁর মুবারক মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যাওয়া, যা কবিতা ছত্র ও ছন্দের মত হয়ে থাকে, তা তাঁর কবি হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। কারণ এগুলি তাঁর ইচ্ছা ছাড়াই অবলীলাক্রমে মুখে এসে যেত এবং তা কবিতার ছাঁচে পড়ে যাওয়াটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল, যেমন হুনাইনের দিন তাঁর মুখে ইচ্ছা ছাড়াই (যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠ্য) এই কবিতা আবৃত্ত হয়েছিল ঃ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ – أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ অন্য এক সময় তাঁর আঙ্গুল যখম হলে তিনি বলেছিলেন, – هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ *(বুখারী, মুসলিম ঃ জিহাদ অধ্যায়)*

(৪৮) অর্থাৎ, যার অন্তর শুদ্ধ ও সজাগ আছে সে সত্য গ্রহণ করে এবং বাতিল প্রত্যাখ্যান করে। لِيُنْذِرَ (সতর্ক করতে পারে) ক্রিয়ার কর্তা হল কুরআন।

(৪৯) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অবিশ্বাস ও কুফরীর উপর অটল থাকবে, তার উপর আযাব সাব্যস্ত হবে।

(৫০) এতে অন্য কারো অংশীদার হওয়ার কথা খন্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি; যার সৃষ্টিতে অন্য

مَالِكُونَ (٧١)

এগুলির মালিক?[৫২]

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢)

(৭২) এবং আমি এগুলিকে ওদের বশীভূত ক'রে দিয়েছি।[৫৩] এগুলির কিছু ওদের সওয়ারী এবং কিছু ওদের খাদ্য।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (٧٣)

(৭৩) ওদের জন্য এগুলিতে বহু উপকারিতা আছে;[৫৪] আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞ হবে না?

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (٧٤)

(৭৪) ওরা তো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।[৫৫]

لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ(٧٥)

(৭৫) কিন্তু এরা ওদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়; অথচ ওরা এদের জন্য উপস্থিত বাহিনী।[৫৬]

فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ(٧٦)

(৭৬) অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা ব্যক্ত করে।

أَوَلَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧)

(৭৭) মানুষ কি ভেবে দেখে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর তখনই সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে পড়ে।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)

(৭৮) মানুষ আমার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; এবং বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে; যখন তা পচে-গলে যাবে?

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)

(৭৯) বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন[৫৭] এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠)

(৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর।[৫৮]

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى

(৮১) যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন?[৫৯] অবশ্যই। আর তিনি মহাস্রষ্টা,

---

কারোর কোন প্রকার অংশ নেই।

(৫১) أَنْعَامٌ - نَعَمٌ এর বহুবচন। যার অর্থ চতুষ্পদ জন্তু; অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল এবং ভেঁড়া-দুম্বা।

(৫২) অর্থাৎ, তারা তা ইচ্ছামত ব্যবহার করে। যদি আমি তাদের মধ্যে (অন্য কিছু জন্তুর মত) হিংস্রতা ভরে দিতাম, তাহলে এই সকল পশু পোষ না মেনে তাদের কাছ থেকে দূরে পালাত এবং তা তাদের অধীনে ও মালিকানায় আসত না।

(৫৩) অর্থাৎ, ঐ সকল পশু দ্বারা তারা যেভাবে উপকৃত হতে চায়, তারা অস্বীকার করে না। এমন কি তারা তাদেরকে যবেহ্ করে এবং ছোট বাচ্চারাও তাদেরকে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

(৫৪) অর্থাৎ, সওয়ারী ও খাওয়া ছাড়াও তাদের দ্বারা অনেক উপকৃত হওয়া যায়; যেমন তাদের লোম ও পশম থেকে বেশ কিছু জিনিস তৈরী হয়, তাদের চর্বি থেকে তেল পাওয়া যায় এবং কতক পশু গাড়ি টানা ও জমি চাষের কাজেও আসে।

(৫৫) এটা তাদের আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ যে, উল্লিখিত যে সকল নিয়ামতসমূহ দ্বারা তারা উপকৃত হচ্ছে, তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু ঐ সকল নিয়ামতের উপর আল্লাহর (ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা বাদ দিয়ে তারা অন্যদের প্রতি আশা পোষণ করে ও তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়।

(৫৬) جُنْدٌ (বাহিনী)এর অর্থ হল, দেবতাদের সাহায্যকারী এবং তাদের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী। مُحْضَرُوْنَ পৃথিবীতে তাদের নিকট উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে সকল মূর্তিকে দেবতা মনে করে, তারা তাদের সাহায্য আর কি করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে অক্ষম। যদি তাদেরকে কেউ গালাগালি করে বা তাদের নিন্দা করে, তাহলে এ (উপাসক)রাই উপস্থিত বাহিনীর মত তাদের সাহায্য ও তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে তৎপর হয়; তাদের সেই দেবতারা নিজে নয়।

(৫৭) অর্থাৎ, যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে একবিন্দু নগণ্য বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন, সেই আল্লাহ কি পুনরায় তাকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন না? হাদীসে তাঁর মৃতকে জীবন দান করার ক্ষমতার একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি এইরূপ ঃ এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছেলেদেরকে এই বলে অসিয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর তাকে আগুনে পুড়িয়ে তার অর্ধেক ছাই সমুদ্রে ও অর্ধেক ছাই ঝড়ো হাওয়ার দিন স্থলে উড়িয়ে দেবে। (তার কথা মত তাই করা হল।) আল্লাহ তাআলা সমস্ত ছাইগুলিকে একত্রিত ক'রে তাকে জীবিত করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি এই কাজ কেন করলে? সে ব্যক্তি উত্তর দিল, তোমার ভয়ে ভীত হয়ে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন। *(বুখারী ঃ আম্বিয়া ও রিক্বাক অধ্যায়)*

(৫৮) বলা হয় যে, আরবে দুটি এমন গাছ আছে যার নাম হল মার্খ্ ও আফার। এই গাছের দুটি ডাল একত্রিত ক'রে ঘষা দিলে তা থেকে আগুন বের হয়। এখানে সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন বলে ঐ গাছের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৫৯) অর্থাৎ, মানুষের অনুরূপ। উদ্দেশ্য হল, তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন, যেমন তাদেরকে পূর্বে সৃষ্টি

أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (٨١)

সর্বজ্ঞ।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)

(৮২) তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়।[৬০]

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(٨٣)

(৮৩) অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী[৬১] এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[৬২]

## সূরা-স্বাফ্ফাত
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৩৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৮২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالصَّافَّاتِ صَفّاً (١)

(১) তাদের শপথ যারা (যে ফিরিশ্তারা) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।

فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً (٢)

(২) ও যারা সজোরে ধমক দিয়ে থাকে,

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً (٣)

(৩) এবং যারা ক্বুরআন আবৃত্তিতে রত--

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤)

(৪) নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক।[৬৩]

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ(٥)

(৫) যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বাচলের।[৬৪]

করেছেন? এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকেই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করার প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে বলেছেন, {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} অর্থাৎ, মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর।" *(সূরা মু'মিন ৫৭ আয়াত)* অনুরূপ বক্তব্য সূরা আহ্কাফের ৩৩ নং আয়াতেও রয়েছে।

(৬০) অর্থাৎ, এমন ক্ষমতা থাকার পরেও তাঁর জন্য সকল মানুষকে জীবিত করা এমন কি কঠিন ব্যাপার?

(৬১) مُلك ও مَلَكُوت উভয়েরই অর্থ এক; বাদশাহী বা রাজত্ব। যেমন رحمة ও رحموت رهبة ও رهبوت جبر ও جبروت ইত্যাদি। *(ইবনে কাসীর)* অনেকে مَلَكُوت কে মুবালাগা (অতিশয়োক্তিবিশিষ্ট) শব্দ বলেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* অর্থাৎ ملكوت ملك এর মুবালাগা।

(৬২) অর্থাৎ, এমন হবে না যে, মাটির সাথে মিশে তোমাদের অস্তিত্ব একেবারে নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যাবে। কক্ষনো না; বরং পুনরায় তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করা হবে। আর এটাও সম্ভব হবে না যে, তোমরা পলায়ন করে অন্য কারোর নিকট আশ্রয় নেবে। সুতরাং তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটেই উপস্থিত হতে হবে, অতঃপর তিনি তোমাদের কর্ম অনুযায়ী ভাল ও মন্দ প্রতিদান দেবেন।

(৬৩) صافات , زاجرات , تاليات - এসব ফিরিশ্তাগণের গুণ। আকাশে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ অথবা আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান, ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে ডাঁট-ধমককারী অথবা মেঘমালাকে আল্লাহর আদেশক্রমে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এমন ফিরিশ্তা এবং আল্লাহর যিক্র ও ক্বুরআন তেলাঅতকারী; এই সকল ফিরিশ্তাগণের শপথ ক'রে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করলেন যে, সকল মানুষের উপাস্য এক, একাধিক নয়; যেমন মুশরিকরা বানিয়ে রেখেছে। সাধারণতঃ তাকীদের জন্য এবং সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য কথায় শপথ করা হয়। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর একত্ববাদ ও উপাস্য হওয়ার বিষয়ে মুশরিকদের যে সন্দেহ ছিল তা দূরীভূত করার জন্য শপথ করেছেন। এ ছাড়া সকল বস্তুই আল্লাহর সৃষ্টি ও মালিকানাধীন, ফলে যে কোন বস্তুকে সাক্ষী বানিয়ে তার শপথ করা (বা কসম খাওয়া) তাঁর জন্য বৈধ। কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও শপথ করা একেবারে অবৈধ ও হারাম। কারণ শপথে, যার শপথ করা হয় তাকে সাক্ষী রাখার উদ্দেশ্য থাকে। আর গায়বী বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষী হতে পারে না। কারণ একমাত্র 'আলেমুল গায়েব' তিনিই, তিনি ব্যতীত গায়বের খবর অন্য কেউ জানে না।

(৬৪) উদ্দেশ্য হল, উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের প্রতিপালক ও রক্ষক। বহুবচন এই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যেমন অনেকে বলেন যে, বছরের দিনসমূহের সংখ্যা পরিমাণ উদয় ও অস্তস্থল আছে। সূর্য প্রতিদিন এক উদয়স্থল থেকে উদিত হয় এবং এক অস্তস্থলে অস্তমিত হয়। সূরা রাহ্মানে مشرقين এবং مغربين দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচল। তার অর্থ সেই দুই উদয়াচল ও অস্তাচল যেখান থেকে সূর্য গ্রীষ্ম ও শীতকালে উদিত ও অস্তমিত হয়। অর্থাৎ প্রথমটি দূরবর্তী শেষ উদয়াচল ও অস্তাচল এবং দ্বিতীয়টি নিকটবর্তী শুরুর উদয়াচল ও অস্তাচল। আর যেখানে মাশরিক্ব ও মাগরিব একবচন বর্ণনা করা হয়েছে তার অর্থ হল দিক; যেদিক থেকে সূর্য উদিত ও যে দিকে অস্তমিত হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦)

(৬) আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি,

وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧)

(৭) এবং একে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে রক্ষা করেছি।[৬৫]

لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ(٨)

(৮) ফলে, শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। ওদের ওপর সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়;

دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩)

(৯) ওদেরকে বিতাড়নের জন্য। আর ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।

إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)

(১০) তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (١١)

(১১) অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ওদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, নাকি আমি অবশিষ্ট যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি করা কঠিনতর? [৬৬] ওদেরকে আমি আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।[৬৭]

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢)

(১২) তুমি তো বিস্ময়বোধ করছ, আর ওরা করছে বিদ্রূপ।[৬৮]

وَإِذَا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (١٣)

(১৩) এবং যখন ওদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন ওরা তা গ্রহণ করে না;

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤)

(১৪) ওরা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে,

وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥)

(১৫) এবং বলে, 'এতো এক স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়।[৬৯]

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦)

(১৬) আমরা মরে গিয়ে মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?

أَوَآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ (١٧)

(১৭) এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও কি?'

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (١٨)

(১৮) বল, 'হ্যাঁ। আর তোমরা হবে লাঞ্ছিত।'[৭০]

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ (١٩)

(১৯) মাত্র একটি প্রচন্ড শব্দ হবে;[৭১] তখন ওরা প্রত্যক্ষ করবে।[৭২]

---

([৬৫]) অর্থাৎ, পৃথিবীর নিকটতম আকাশে, সৌন্দর্য ছাড়াও তারকারাজি সৃষ্টির আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্রোহী শয়তানদল থেকে তার হিফাযত। শয়তান আকাশে (অহীর) কোন কথাবার্তা শোনার জন্য উপস্থিত হয়, তখন তাদের উপর তারকা (উল্কা) নিক্ষেপ করা হয়, যাতে অধিকাংশ সময়ে অনেক শয়তান পুড়ে যায়। যেমন এ কথা পরবর্তী আয়াতে এবং হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারকারাজি সৃষ্টির তৃতীয় উদ্দেশ্য রাত্রের অন্ধকারে পথ প্রদর্শনও; যেমন কুরআনের অন্য স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত তিন প্রকার উদ্দেশ্য ছাড়া তারকারাজির অন্য আর কোন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়নি।

([৬৬]) অর্থাৎ, আমি যে পৃথিবী, ফিরিশ্তা এবং আকাশের মত বস্তু সৃষ্টি করেছি যা আকার ও আয়তনের দিক দিয়ে একেবারে অসাধারণ। সুতরাং মানুষ সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনর্জীবিত করা, সেই সকল বস্তু সৃষ্টি করার চাইতেও বেশী শক্ত ও কষ্টকর? কক্ষনই না।

([৬৭]) অর্থাৎ, তাদের আদি পিতা আদম ﷺ-কে তো আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। উদ্দেশ্য এই যে মানুষ পরকালের জীবনকে এত অসম্ভব ভাবছে কেন অথচ তারা একটি অতি নগণ্য ও দুর্বল বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে? অথচ সৃষ্টির দিক দিয়ে তাদের থেকে সবল, বিশাল ও মজবুত বস্তুর সৃষ্টি হওয়ার কথা তারা অস্বীকার করে না। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৬৮]) অর্থাৎ, তুমি তাদের পরকাল অস্বীকার করার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছ এই ভেবে যে, তার সংঘটন সম্ভব বরং সুনিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা তা স্বীকার ও বিশ্বাস করছে না; বরং উল্টো তারা তোমার মুখে কিয়ামত ঘটার কথা শুনে বিদ্রূপ ক'রে বলে যে, তা কিভাবে সম্ভব?

([৬৯]) অর্থাৎ, নসীহত গ্রহণ না করা তাদের স্বভাব। আর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ বা মু'জেযা দেখানো হলে বিদ্রূপ করে এবং তা যাদু ভাবে।

([৭০]) যেমন অন্য স্থানেও বলেছেন, {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} অর্থাৎ, সকলেই তাঁর নিকট লাঞ্ছিত অবস্থায় আসবে। *(সূরা নাম্‌ল ৮৭ আয়াত)* {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে লাঞ্ছিত হয়ে প্রবেশ করবে।" *(সূরা মু'মিন ৬০ আয়াত)*

([৭১]) অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার একই আদেশ এবং ইস্রাফীল ﷺ-এর শৃঙ্গায় এক (দ্বিতীয়) ফুৎকারে কবর থেকে জীবিত হয়ে বের হয়ে আসবে।

([৭২]) অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য এবং হাশরের ময়দানের কঠিন অবস্থা হবে; যা তারা প্রত্যক্ষ করবে। زجرة এর আসল অর্থ ঃ ধমক। এখানে ফুৎকার বা বিকট আওয়াজকে زجرة বলা হয়েছে, কারণ এর উদ্দেশ্য হল ধমক দেওয়া।

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠)

(২০) এবং ওরা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটিই তো কর্মফল দিবস।'

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢١)

(২১) (ওদের বলা হবে,) 'এটিই সেই ফায়সালার দিন, যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে।'[৭৩]

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ(٢٢)

(২২) (ফিরিশ্তাদেরকে বলা হবে,) একত্র কর অত্যাচারীদেরকে,[৭৪] ওদের সহচরদেরকে[৭৫] এবং তাদেরকে যাদের ওরা উপাসনা করত;[৭৬]

مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣)

(২৩) আল্লাহর পরিবর্তে এবং ওদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর।

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤)

(২৪) আর ওদেরকে থামাও,[৭৭] কারণ ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে ঃ

مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ (٢٥)

(২৫) 'তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না?'

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦)

(২৬) বস্তুতঃ সেদিন ওরা আত্মসমর্পণ করবে,

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)

(২৭) এবং ওরা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে--

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨)

(২৮) ওরা বলবে, 'তোমরা তো ডান দিক হতে আমাদের নিকট আসতে।'[৭৮]

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩)

(২৯) এরা বলবে, 'বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,[৭৯]

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغِينَ(٣٠)

(৩০) এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।[৮০]

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (٣١)

(৩১) সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই (শাস্তি) আস্বাদন করতে হবে।

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢)

(৩২) আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম; কারণ আমরা নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত।'[৮১]

---

(৭৩) ويل শব্দটি ধ্বংসের সময় বলা হয়। অর্থাৎ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাদের নিজেদের ধ্বংস পরিষ্কার দেখতে পাবে। এ কথার উদ্দেশ্য হল, তাদের লাঞ্ছনার প্রকাশ এবং নিজেদের ত্রুটি ও অবহেলার স্বীকারোক্তি। কিন্তু সেই সময় লাঞ্ছনা প্রকাশ ও দোষ-স্বীকার করায় কোন লাভ হবে না। যার ফলে তাদের উত্তরে ফিরিশ্তা ও মু'মিনগণ বলবেন, এটা সেই ফায়সালার দিন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। এটাও হতে পারে যে, তারা আপোসে এই কথা একে অপরকে বলবে।

(৭৪) অর্থাৎ, যারা কুফর, শির্ক এবং নাফরমানী করেছে। এটা হবে আল্লাহর আদেশ।

(৭৫) এর অর্থ কুফর, শির্ক এবং রসূলগণকে অস্বীকারকারীদের সহচর ও সাথিগণ থেকে উদ্দেশ্য অনেকের নিকট জ্বিন ও শয়তানগণ। আবার অনেকে বলেন যে, ঐ সকল স্ত্রীগণ যারা কুফর ও শির্ক করাতে তাদের সাথী হয়েছিল।

(৭৬) ما (যাদের) শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহার ক'রে সকল উপাস্যকে বুঝানো হয়েছে। সে উপাস্য মূর্তি হোক বা আল্লাহর কোন নেক বান্দা, সকলকে লজ্জিত করার জন্য একত্রিত করা হবে। নেক ব্যক্তিদের তো আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন, তবে অন্য উপাস্যগুলিকে তাদের সাথেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে তারা দেখতে পায় যে, এরা কারো উপকার বা অপকার করতে অক্ষম।

(৭৭) এই আদেশ জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই দেওয়া হবে, কারণ হিসাব-নিকাশের পরেই তারা জাহান্নামে চলে যাবে।

(৭৮) এর অর্থ হল যে দ্বীন এবং হকের নাম দিয়ে আসত অর্থাৎ বলত যে, এটাই আসল দ্বীন এবং এটাই সত্য পথ। অনেকের নিকট এর অর্থ হল, চতুর্দিক থেকে আসত; এখানে والشَّمَال শব্দ উহ্য আছে। যেমন শয়তান বলেছিল, অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে (সর্বদিক হতে) তাদের নিকট আসব (এবং পথভ্রষ্ট করব)। *(সূরা আ'রাফ ১৭ আয়াত)*

(৭৯) অর্থাৎ, নেতারা বলবে, তোমরা স্বেচ্ছায় ঈমান আনোনি। আর আজ আমাদের দোষ দিচ্ছ?

(৮০) দলপতি ও অনুগামী তথা গুরু ও চেলার এইরূপ আপোসের বচসা কুরআন কারীমে বেশ কিছু জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের এক অপরের এই বচসা হাশরের ময়দানেও চলবে এবং জাহান্নামী হওয়ার পরে জাহান্নামের ভিতরেও চলবে। দেখুন ঃ সূরা মু'মিন ৪৭-৪৮, সূরা সাবা ৩১-৩২, সূরা আহ্যাব ৬৭-৬৮, সূরা আ'রাফ ৩৮-৩৯ ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

(৮১) অর্থাৎ, তারা পূর্বে যে কথা অস্বীকার ক'রে বলেছিল যে, আমাদের তোমাদের উপর এমন কি জোর ছিল যে, তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। পরবর্তীতে তাই স্বীকার করবে এই বলে যে, হ্যাঁ সত্যই আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি এই সতর্কবাণীর সাথে হবে যে, এর জন্য আমাদেরকে দায়ী বা দোষী করবে না। কারণ আমরা নিজেরাও পথভ্রষ্টই ছিলাম, আমরা তোমাদেরকেও আমাদের মতই বানাতে চেয়েছিলাম এবং তোমরা সহজেই আমাদের পথ অবলম্বন ক'রে নিয়েছিলে। যেমন শয়তানও সেই দিন বলবে, (وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣)

(৩৩) সুতরাং নিশ্চয় ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে।[৮২]

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤)

(৩৪) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই ক'রে থাকি।[৮৩]

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ(٣٥)

(৩৫) ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত।[৮৪]

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (٣٦)

(৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?[৮৫]

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧)

(৩৭) বরং সে (মুহাম্মাদ) তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে।[৮৬]

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الأَلِيمِ (٣٨)

(৩৮) তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করবে,

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩)

(৩৯) এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল ভোগ করবে-[৮৭]

إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)

(৪০) তবে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধ-চিত্ত দাস, তারা নয়।[৮৮]

أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١)

(৪১) তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রুযী।

فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢)

(৪২) বহু ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত,

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣)

(৪৩) সুখময় বাগানসমূহে,

عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤)

(৪৪) তারা মুখোমুখি হয়ে পালঙ্কে আসীন হবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥)

(৪৫) তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে প্রবাহিত (শারাবের) পানপাত্র,[৮৯]

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦)

(৪৬) যা হবে শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।[৯০]

---

(أَنفُسَكُم অর্থাৎ, আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। *(সূরা ইব্রাহীম ২২ আয়াত)*

(৮২) কারণ, তাদের গুনাহও শরীকানী ছিল; শির্ক, পাপাচরণ এবং ফিতনা-ফাসাদ করা তাদের দৈনন্দিন কর্ম ছিল।

(৮৩) অর্থাৎ, সর্বপ্রকার পাপীষ্ঠদের সাথে এটাই আমার ব্যবহার। সুতরাং এখন তারা সকলে আমার শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

(৮৪) অর্থাৎ, পৃথিবীতে যখন তাদেরকে বলা হত যে, যেমন মুসলিমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই) কালেমা পড়ে শির্ক ও পাপাচরণ থেকে ফিরে এসেছে, অনুরূপ তোমরাও পড়ে নাও, যাতে তোমরা পৃথিবীতে মুসলিমদের কোপ ও ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারো এবং আখেরাতেও তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করতে না হয়, তখন তারা অহংকার ও অস্বীকার করত। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না পড়ে। অতঃপর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নেবে, সে নিজ জান ও মালকে বাঁচিয়ে নেবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(৮৫) অর্থাৎ, তারা নবী ﷺ-কে কবি এবং জাদুকর বলত এবং তাঁর দাওয়াতকে পাগলের প্রলাপ ও কুরআনকে কাব্যগ্রন্থ বলে মনে করত এবং বলত যে, একজন পাগলের প্রলাপে আমরা নিজেদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব কেন? অথচ কুরআন পাগলের প্রলাপ ছিল না; বরং জ্ঞান ও হিকমতে পরিপূর্ণ বাণী ছিল, কাব্য নয়; বরং সত্য বাণী ছিল এবং সেই দাওয়াত গ্রহণ করাতে তাদের ধ্বংস নয়; বরং পরিত্রাণ ছিল।

(৮৬) অর্থাৎ, তোমরা আমার পয়গম্বরকে কবি ও পাগল বলছ, অথচ তিনি যা নিয়ে এসেছেন ও উপস্থাপন করছেন তা সত্য এবং তা তো সেই জিনিসই, যা তাঁর পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরগণ উপস্থাপন করেছেন। এরূপ মহৎ কাজ কি কোন পাগলের বা কোন কবির কল্পনার ফল হতে পারে?

(৮৭) যখন জাহান্নামীরা দাঁড়িয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, তখন এই বাক্য তাদেরকে বলা হবে এবং সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার ক'রে বলে দেওয়া হবে যে, এটা যুলম নয়; বরং প্রকৃত ইনসাফ। কারণ এসব তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল।

(৮৮) অর্থাৎ, এরা শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। যদি তাদের কোন ত্রুটি ও অবহেলা থাকে, তবে তা মার্জনা ক'রে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক পুণ্যের বদলা কয়েক গুণ বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া হবে।

(৮৯) كَأس মদ ভরতি পানপাত্রকে বলা হয়। আর قَدح খালি পানপাত্রকে বলা হয়। مَعِين এর অর্থ হল, প্রবাহিত ঝরনা। উদ্দেশ্য হল, প্রবাহিত ঝরনার ন্যায় জান্নাতে সর্বদা মদ বা শারাব পাওয়া যাবে।

(৯০) পৃথিবীর শারাবের রঙ সাধারণত গাবড়া বা ঘোলাটে হয়। কিন্তু জান্নাতের শারাব যেমন সুস্বাদু হবে, তেমনি তার রঙও হবে বড় সুন্দর (স্বচ্ছ ও অনাবিল)।

لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٤٧)

(৪৭) ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা নেশাগ্রস্তও হবে না, [৯১]

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨)

(৪৮) তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা তরুণীগণ। [৯২]

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩)

(৪৯) যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম। [৯৩]

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠)

(৫০) তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। [৯৪]

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١)

(৫১) তাদের কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল;

يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢)

(৫২) সে বলত, 'তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, [৯৫]

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣)

(৫৩) আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?' [৯৬]

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (٥٤)

(৫৪) (আল্লাহ) বলবেন, 'তোমরা কি তাকে উঁকি মেরে দেখতে চাও?' [৯৭]

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥)

(৫৫) অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে এবং ওকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে ;

قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٥٦)

(৫৬) বলবে, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে,

وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧)

(৫৭) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকেও (তোমাদের মাঝে) উপস্থিত করা হত। [৯৮]

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨)

(৫৮) (সত্যই) কি আমাদের আর মৃত্যু হবে না, [৯৯]

إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩)

(৫৯) প্রথম মৃত্যুর পর[১০০] এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না?'

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠)

(৬০) নিশ্চয়ই এ মহাসাফল্য। [১০১]

---

(৯১) অর্থাৎ পৃথিবীর শারাবের মত তা পান ক'রে বমি, মাথা ব্যথা, মাতলামি ও মতিভ্রমের আশঙ্কা থাকবে না।

(৯২) 'আয়ত' বা বড় ও ডাগর 'লোচন' বা চক্ষু হওয়া সৌন্দর্য্যের পরিচয়। অর্থাৎ বড় ও টানা চক্ষুবিশিষ্টা সুন্দরী তরুণী।

(৯৩) উটপাখী তার ডানার নিচে নিজ ডিমকে লুকিয়ে রাখে। যার ফলে তা হাওয়া এবং ধুলো-মাটি থেকে বেঁচে যায়। বলা হয় যে, উটপাখীর ডিমের রঙ খুব সুন্দর ও সুদর্শন হয়, যা হলুদ মিশ্রিত সাদা হয়। আর এই রঙকে মানুষের রূপ-জগতে সর্বোৎকৃষ্ট ভাবা হয়। পরন্তু সুরক্ষিত ডিমের সাথে এই সাদৃশ্য শুধু সাদা হওয়ার জন্য নয়; বরং (কাঁচা হলুদ বা সোনালী রঙ মিশ্রিত গৌরবর্ণ) সুন্দর রঙ এবং রূপ হওয়ার দিক দিয়েও।

(৯৪) জান্নাতী ব্যক্তিগণ জান্নাতে আপোসে বসে পৃথিবীর ঘটনাসমূহ স্মরণ করবে এবং একে অপরকে শোনাবে।

(৯৫) অর্থাৎ, সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে উক্ত কথা বলত, তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এটা তো অসম্ভব। যা ঘটা অসম্ভব তার প্রতি তুমি কি বিশ্বাস রাখ?

(৯৬) অর্থাৎ, আমাদেরকে জীবিত ক'রে আমাদের হিসাব নেওয়া হবে এবং হিসাব অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে?

(৯৭) অর্থাৎ, ঐ জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের নিজ সাথীদেরকে বলবে, তোমরা কি জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখবে? সম্ভবতঃ সেই লোক আমার দৃষ্টিগোচর হবে এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব যে, ঐ ব্যক্তি এই রকম কথাবার্তা বলত। অনেকের মতে ঐ কথার বক্তা মহান আল্লাহ অথবা ফিরিশ্তা।

(৯৮) অর্থাৎ, উঁকি দিতেই তারা ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের মাঝে দেখতে পাবে এবং তাকে ঐ জান্নাতী ব্যক্তি বলবে, তুমি আমাকেও পথভ্রষ্ট ক'রে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে চেয়েছিলে। আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল। তা না হলে আজ আমিও তোমার সাথে জাহান্নামবাসী হতাম।

(৯৯) জাহান্নামীদের এই অবস্থা দেখে জান্নাতীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলবে, আমরা যে জান্নাতী জীবন ও তার নিয়ামত পেয়েছি, তা কি চিরকালের জন্য নয়? সত্যই কি এখন আর আমাদের মৃত্যু আসবে না? এটা স্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ এখন আমাদের এই জীবন চিরকালের জন্য। আমরা চিরকাল জান্নাতে এবং তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। না তোমাদের মৃত্যু হবে যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। আর না আমাদের মৃত্যু হবে যে, আমরা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হব। যেমন হাদীসে বর্ণনা হয়েছে যে, "মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে যবেহ ক'রে দেওয়া হবে। ফলে আর কারোর মৃত্যু হবে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(১০০) যা পৃথিবীতে (মৃত্যু)রূপে এসে গেছে। এখন আমাদের জন্য না মৃত্যু আছে আর না শাস্তি।

(১০১) কারণ, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাতের নিয়ামতের অধিকারী হওয়া থেকে বড় কৃতকার্যতা আর কি আছে?

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١)

(৬১) এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত,[১০২]

أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢)

(৬২) আপ্যায়নের জন্য কি এটিই উত্তম, না যাক্কুম বৃক্ষ?[১০৩]

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣)

(৬৩) সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি এ সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ;[১০৪]

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤)

(৬৪) এ বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশ হতে উদ্‌গত হয়,[১০৫]

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥)

(৬৫) এর মোচা শয়তানের মাথার মত।[১০৬]

فَإِنَّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦)

(৬৬) সীমালংঘনকারীরা তা ভক্ষণ করবে এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে।[১০৭]

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (٦٧)

(৬৭) তার উপর অবশ্যই ওদের জন্য ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে,[১০৮]

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الْجَحِيمِ (٦٨)

(৬৮) অতঃপর অবশ্যই ওদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে।[১০৯]

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩)

(৬৯) নিশ্চয় ওরা ওদের পিতৃপুরুষদেরকে বিপথগামী হিসেবে পেয়েছিল

فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠)

(৭০) এবং নির্বিচারে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল।[১১০]

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأَوَّلِينَ (٧١)

(৭১) ওদের পূর্বেও অধিকাংশ পূর্ববর্তীরা বিপথগামী হয়েছিল,[১১১]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ (٧٢)

(৭২) এবং আমি অবশ্যই ওদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।[১১২]

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (٧٣)

(৭৩) সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল?

---

([১০২]) অর্থাৎ, এরূপ নিয়ামত ও এরূপ মহা অনুগ্রহের জন্যই মেহনতকারীদের মেহনত করা দরকার। কারণ এটাই সব থেকে বেশী লাভদায়ক ব্যবসা। ঐ ব্যবসা নয়; যা পৃথিবীর জন্য ক্ষণেকের এবং নোকসানের সওদা।

([১০৩]) زَقُّومٌ , تَزَقُّمٌ থেকে উৎপত্তি যার অর্থ ঃ দুর্গন্ধময় ও ঘৃণিত বস্তু গিলে খাওয়া। 'যাক্কুম' বৃক্ষের ফল খাওয়াও জাহান্নামীদের জন্য বড় কঠিন হবে। কারণ তা বড় দুর্গন্ধময়, তেঁতো এবং অতি ঘৃণ্য হবে। অনেকে বলেন যে, এটা পৃথিবীর একটি গাছ এবং তা আরবে পরিচিত। কুত্বরব বলেন, এটি এক প্রকার তেঁতো গাছ, যা তিহামা নামক এলাকায় পাওয়া যায়। আর অনেকে বলেন যে, এটা পৃথিবীর কোন গাছ নয়, পৃথিবীর মানুষের নিকট তা অপরিচিত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আরবী-উর্দু অভিধানে 'যাক্কুম'-এর অর্থ থুহার (কাঁটাদার বিষাক্ত গাছ) করা হয়েছে।

([১০৪]) পরীক্ষাস্বরূপ, কারণ সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করাই বড় পরীক্ষা। অনেকে এই কারণে পরীক্ষা বলেছেন যে, তারা তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে বলেছিল যে, জাহান্নামে যেখানে সর্বদিকে আগুন আর আগুন হবে, সেখানে গাছ কিভাবে থাকতে পারে? এখানে 'যালেম' (সীমালংঘনকারী) বলতে সেই সকল জাহান্নামীদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজেব হবে।

([১০৫]) অর্থাৎ, তার মূল ও শিকড় জাহান্নামের তলদেশে হবে, তবে তার ডালপালা সব দিকে ছড়িয়ে থাকবে।

([১০৬]) এটি দেখতে এত নিকৃষ্ট ও কুশ্রী যে, একে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে; যেমন কোন ভাল লোকের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, 'ঠিক যেন সে ফিরিশ্তা।'

([১০৭]) তা তাদেরকে জোর ক'রে খাইয়ে পেট পূর্ণ করা হবে। (অথবা ক্ষুধার তাড়নায় তাই দিয়ে তারা পেট পূর্ণ করবে।)

([১০৮]) অর্থাৎ, খাওয়ার পর (গলায় আটকে গেলে) তাদের পানির প্রয়োজন হলে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি দেওয়া হবে, যা পান করার ফলে তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৫ আয়াত দ্রষ্টব্য)*

([১০৯]) অর্থাৎ, যাক্কুম ও গরম পানি খাওয়ার পর তাদেরকে পুনরায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

([১১০]) এখানে জাহান্নামের উল্লিখিত শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আপন বাপ-দাদাদেরকে ভ্রষ্টতার উপর পেয়েও তাদের অন্ধানুকরণ করে চলেছিল এবং প্রমাণ ও স্পষ্ট দলীল ছেড়ে 'তাক্বলীদ' (অন্ধ-বিশ্বাস) এর পথ বেছে নিয়েছিল। إهراعٌ , إسراعٌ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ শীঘ্রতা করা, দৌড়ানো, অতি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করা বা লুফে নেওয়া।

([১১১]) অর্থাৎ, শুধু এরাই পথভ্রষ্ট হয়নি, বরং তাদের পূর্ববর্তী অধিকাংশ মানুষই পথভ্রষ্ট ছিল।

([১১২]) অর্থাৎ, তাদের পূর্ববর্তী মানুষদের নিকট সতর্ককারী পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা সত্যের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং তা গ্রহণ না করলে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাদের উপর কোন প্রভাব পড়েনি; পরিণামে তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়েছে। যেমন পরবর্তী আয়াতে তাদের শিক্ষামূলক পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤)

(৭৪) তবে আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র।[১১৩]

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٥)

(৭৫) নূহ আমাকে আহবান করেছিল এবং আমি কত উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম।[১১৪]

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦)

(৭৬) তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে[১১৫] আমি মহাসঙ্কট হতে রক্ষা করেছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ (٧٧)

(৭৭) তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছি;[১১৬]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (٧٨)

(৭৮) আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি,[১১৭]

سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (٧٩)

(৭৯) সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٠)

(৮০) এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি;[১১৮]

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١)

(৮১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ (٨٢)

(৮২) অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম;

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ (٨٣)

(৮৩) নিশ্চয় ইব্রাহীম তার অনুসারীদের একজন।[১১৯]

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٤)

(৮৪) স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট সুস্থ হৃদয়ে উপস্থিত হয়েছিল;

إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥)

(৮৫) সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমরা কিসের পূজা করছ?

أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (٨٦)

(৮৬) তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক উপাস্য চাও?[১২০]

---

([১১৩]) অর্থাৎ, শিক্ষামূলক পরিণতি থেকে শুধু তারাই নিষ্কৃতি পেয়েছিল যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও তাওহীদ গ্রহণ করার তাওফীক দান ক'রে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন। مُخْلَصِينَ (বিশুদ্ধচিত্ত) ঐ সকল মানুষ যারা শাস্তি থেকে বেঁচেছিল। এক্ষণে مُنْذَرِينَ (যে দলকে সতর্ক ও ধ্বংস করা হয়েছিল তাদের) বর্ণনার পর কিছু مُنْذِرِيْنَ (সতর্ককারী পয়গম্বর)দের বর্ণনা করা হচ্ছে।

([১১৪]) অর্থাৎ, সাড়ে নয়শ' বছর তাবলীগ করার পরেও যখন কওমের অধিকাংশ লোকেরাই তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করল এবং তিনি অনুভব করলেন যে, এদের ঈমান আনার কোন আশা নেই, তখন নিজ প্রভুর নিকট দুআ ক'রে বললেন, (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ) "হে আল্লাহ আমি অসহায়, তুমি আমার প্রতিশোধ নাও। *(সূরা ক্বামার ১০ আয়াত)* সুতরাং আল্লাহ নূহ ﷺ-এর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁর কওমকে তুফান দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন।

([১১৫]) أَهْلٌ এর অর্থ নূহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাঁর বাড়ির মু'মিন ব্যক্তিরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন মুফাস্সির তাদের মোট সংখ্যা ৮০ জন বলেছেন। তাঁর স্ত্রী ও একজন ছেলে (কিনআন) তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তারা মু'মিন ছিল না। তারাও তুফানে ডুবে গিয়েছিল। 'মহাসঙ্কট' বলতে সেই মহা প্লাবনকে বুঝানো হয়েছে, যাতে ঐ সম্প্রদায় ডুবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

([১১৬]) অধিকাংশ মুফাস্সিরীনদের মতে নূহ ﷺ-এর অবশিষ্ট বংশধর বলতে তাঁর তিনটি সন্তান ছিল; হাম, সাম ও ইয়াফেস। মানুষের পরবর্তী জন্মধারা তাদের থেকেই চলে আসছে। যার জন্য নূহ ﷺ-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। অর্থাৎ আদম ﷺ-এর মত, আদম ﷺ-এর পর তিনি দ্বিতীয় মানব-পিতা। সামের বংশ থেকে আরব, পারসীক, রোম এবং ইয়াহুদী ও নাসারার জন্ম। হামের বংশ থেকে সুডান (পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত) অর্থাৎ সিন্ধী, ভারতীয়, (দক্ষিণ মিসরের) নূবী, (আফ্রিকার) নিগ্রো, হাবশী, ক্বিবত্বী এবং বর্বর ইত্যাদি হয়েছে এবং ইয়াফেসের বংশ থেকে (বুলগারিয়ার) স্বাক্বালিবা, (তুর্কিস্তানের) তুর্কী, খাযার এবং ইয়া'জুজ-মা'জুজ ইত্যাদি জাতির জন্ম হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* (এ ব্যাপারে কোন সঠিক প্রমাণ নেই।) والله أعلم.

([১১৭]) অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মু'মিনদের মাঝে আমি নূহ ﷺ-এর সুনাম বাকী রেখেছি। তারা নূহ ﷺ-এর প্রতি সালাম পাঠ করছে ও করবে।

([১১৮]) অর্থাৎ, যেরূপ নূহ ﷺ-এর দুআ কবুল ক'রে তার বংশধরকে বাকী রেখে এবং পরবর্তী প্রজন্মে তার সুনাম বাকী রেখে আমি নূহ ﷺ-কে সম্মানিত করেছি, অনুরূপ যে কেউ নিজ কথা ও কর্মে সৎপরায়ণ হবে এবং তাতে সে সুদৃঢ় ও প্রসিদ্ধ হবে, তার সাথেও আমি ঐ ব্যবহার করব।

([১১৯]) شيعة এর অর্থ দল ও স্বমতাবলম্বী, অনুসরণকারী। অর্থাৎ ইব্রাহীম ﷺ দ্বীনদার ও তাওহীদবাদীদের সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা নূহ ﷺ-এর মতই আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ তাওফীক পেয়েছিলেন।

([১২০]) অর্থাৎ, নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যাভাবে উপাস্য বানিয়ে নিয়ে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ইবাদত করছ, অথচ তা পাথর ও মূর্তি বৈ কিছুই নয়।

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧)

(৮৭) বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?'[১২১]

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨)

(৮৮) অতঃপর ইব্রাহীম তারকারাজির দিকে একবার তাকাল

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩)

(৮৯) এবং বলল, 'আমি অসুস্থ।'[১২২]

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠)

(৯০) অতঃপর ওরা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।

فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١)

(৯১) পরে সে সংগোপনে ওদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?[১২৩]

مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ (٩٢)

(৯২) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না?'

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (٩٣)

(৯৩) অতঃপর সে ওদের ওপর ঝুঁকে সজোরে আঘাত হানল।[১২৪]

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (٩٤)

(৯৪) তখন তারা তার দিকে ছুটে এল।[১২৫]

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥)

(৯৫) সে বলল, 'তোমরা নিজেরা যাদেরকে পাথর খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর?

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)

(৯৬) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তা-ও।'[১২৬]

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧)

(৯৭) তারা বলল, 'এর জন্য এক অগ্নিকুন্ড তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ (٩٨)

(৯৮) ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি ওদেরকে হীন ক'রে দিলাম।[১২৭]

([১২১]) অর্থাৎ, এই শ্রেণীর জঘন্য আচরণ করার পরেও তিনি তোমাদের প্রতি কি অসন্তুষ্ট হবেন না এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না?

([১২২]) তিনি চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন; যেমন অনেকে এরূপ ক'রে থাকে। অথবা নিজ সম্প্রদায় যারা জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজির পরিভ্রমণকে প্রভাবশালী মনে করত, তাদেরকে ভুল ধারণা দেওয়ার জন্য এরূপ (হেত্বাভাস ব্যবহার) করেছিলেন। এ ঘটনাটি ঐ দিনের যেদিন তাঁর জাতি শহর ছেড়ে বাইরে গিয়ে খুশী ও জাতীয় উৎসব পালন করত। জাতির মানুষ তাঁকেও সাথে যাওয়ার জন্য বলল। কিন্তু ইব্রাহীম ﷺ একাকী হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন, যাতে তাদের মূর্তির ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং তিনি এটিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করলেন যে, আগামী কাল সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক বাইরে উৎসবে চলে গেলে আমি আমার ইচ্ছা পূরণ করেই ছাড়ব। সুতরাং ওজর পেশ করে তিনি বললেন, 'আমি অসুস্থ।' অথবা আকাশের (তারকারাজির) রাশিচক্র বলছে যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। তাঁর এই কথা মিথ্যা ছিল না, কারণ প্রায় সময়ে প্রত্যেক মানুষের কোন না কোন অসুখ থেকেই থাকে। তাছাড়া সম্প্রদায়ের শির্কী কর্মকান্ড ইব্রাহীম ﷺ-এর মানসিক পীড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা দেখে তিনি বড় কষ্ট পেতেন। আসলে ইব্রাহীম ﷺ 'তাওরিয়া' ব্যবহার করেছিলেন। (তাওরিয়া হল, এমন দ্ব্যর্থবোধক বাক্যে কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূল এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূল হয়।) যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়, কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা হয়, সে বাহ্যিক আকারে ভুল ধারণার শিকার হয়। যার ফলে তিন মিথ্যা কথার যে হাদীস, তাতে এই কথাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা আম্বিয়ার ৬৩নং আয়াতের টীকায় করা হয়েছে।

([১২৩]) অর্থাৎ, তাবার্রুক অর্জনের নিমিত্তে নিয়ে যাওয়া যে সকল মিষ্টান্ন সেখানে পড়ে ছিল, তিনি তাদেরকে খাওয়ার জন্য দিলেন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, তাদের না খাওয়ার দরকার ছিল, আর না তারা খেয়েছিল; বরং তাদের উত্তর দেওয়ারও ক্ষমতা ছিল না, ফলে কোন উত্তরও দিল না।

([১২৪]) رَاغَ, مَالَ, ذَهَبَ, أَقْبَلَ এ সবের অর্থ প্রায় একই। আর তা হল, তাদের দিকে ঝুঁকল বা মুখ করল, ضَرْبٌ بِالْيَمِيْنِ এর উদ্দেশ্য হল, সজোরে আঘাত ক'রে ভেঙ্গে ফেলা।

([১২৫]) يُسْرِعُوْنَ , يَزِفُّوْنَ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ ঃ দৌড়ে এল। অর্থাৎ, যখন তারা মেলা থেকে ফিরে এসে দেখল যে, তাদের উপাস্যগুলি ভেঙ্গে-চুরে পড়ে আছে, তখন সাথে সাথে তারা ভাবল যে, এ কাজ ইব্রাহীমই করেছে। যেমন সূরা আম্বিয়াতে (৫১-৭০ আয়াতে) তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সুতরাং তারা তাঁকে ধরে জনসাধারণের বিচার-সভায় নিয়ে এল। সেখানে ইব্রাহীম ﷺ তাদের অজ্ঞানতা ও তাদের উপাস্যের অক্ষমতা প্রকাশ করার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন।

([১২৬]) অর্থাৎ, ঐ সকল মূর্তি (এবং ছবিও) যা তোমরা নিজ হস্তে তৈরী কর এবং তাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। অথবা তোমরা যে সব কর্ম কর, সেসবের স্রষ্টাও একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বান্দার আমল বা কর্মের স্রষ্টাও আল্লাহ তাআলা। এটাই হল আহলে সুন্নতের আক্বীদা।

([১২৭]) অর্থাৎ, আগুনকে স্বাভাবিক ঠান্ডা বানিয়ে দিয়ে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দিলাম। পবিত্র সেই আল্লাহ যিনি নিজ বান্দার সাহায্য করেন। আর পরীক্ষাকে দানরূপে এবং অকল্যাণকে কল্যাণরূপে পরিবর্তন ক'রে দেন।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩)

(৯৯) ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম,[১২৮] তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন;

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠)

(১০০) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।'

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١)

(১০১) সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[১২৯]

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)

(১০২) অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে চলা-ফেরার বয়সে উপনীত হল,[১৩০] তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি বল।'[১৩১] সে বলল, 'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।'

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣)

(১০৩) অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্য অধোমুখে[১৩২] শায়িত করল,

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤)

(১০৪) তখন আমি ডেকে বললাম, 'হে ইব্রাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(١٠٥)

(১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে।[১৩৩] নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦)

(১০৬) নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।'[১৩৪]

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)

(১০৭) আর আমি তার পরিবর্তে যবেহযোগ্য এক মহান জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত ক'রে নিলাম।[১৩৫]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨)

(১০৮) আর এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় ক'রে রাখলাম।

سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩)

(১০৯) ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠)

(১১০) নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١)

(১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢)

(১১২) আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে ছিল একজন নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।[১৩৬]

---

([১২৮]) ইব্রাহীম ﷺ-এর উক্ত ঘটনা ইরাকের ব্যাবিলন শহরে ঘটেছিল। শেষে তিনি সেখান থেকে হিজরত ক'রে শামে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে সন্তানের জন্য দুআ করেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১২৯]) حَلِيمٌ (ধৈর্যশীল) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ছেলে বড় হয়ে ধৈর্যশীল হবে।

([১৩০]) অর্থাৎ, চলাফেরা করার মত বা সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী হল। অনেকে বলেন, তাঁর বয়স যখন তেরো বছর হল।

([১৩১]) পয়গম্বরগণের স্বপ্নও প্রত্যাদেশ ও আল্লাহর আদেশই হয়। ফলে তাঁদের জন্য তা পালন করা জরুরী। পুত্র আল্লাহর আদেশ পালনে কতটা প্রস্তুত আছে, তা জানার উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রের সাথে পরামর্শ করেন।

([১৩২]) সকল মানুষের মুখমন্ডলের (ডানে ও বামে) দুটো جَبِين (কপালের দুই পার্শ্ব) থাকে এবং মাঝে থাকে جَبْهَة (কপাল)। অতএব আয়াতের সঠিক অর্থ হবে 'কাত ক'রে শায়িত করল।' অর্থাৎ এমনভাবে কাত ক'রে শুইয়ে দিলেন, যেমন পশুকে যবেহ করার সময় ক্বিবলা মুখে কাত ক'রে শোয়ানো হয়। কপাল বা মুখমন্ডলের উপর (অধোমুখে) শোয়ানোর অর্থ করার কারণ হল, প্রসিদ্ধি আছে যে, ইসমাঈল ﷺ নিজেই কাত ক'রে শোয়ানোর জন্য বলেছিলেন। যাতে তাঁর মুখমন্ডল আব্বার সামনে না থাকে এবং পিতৃস্নেহ আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

([১৩৩]) অর্থাৎ, মনের পরিপূর্ণ ইচ্ছার সাথে সন্তানকে যবেহ করার উদ্দেশ্যে মাটির উপর শুইয়ে দেওয়াতেই তুমি নিজ স্বপ্নকে বাস্তব ক'রে দেখালে। কারণ এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর আদেশের তুলনায় তোমার নিকট কোন বস্তুই প্রিয়তর নয়; এমনকি নিজের একমাত্র পুত্রও নয়।

([১৩৪]) অর্থাৎ, স্নেহভাজন একমাত্র সন্তানকে যবেহ করার আদেশ একটা বড় পরীক্ষা ছিল; যাতে তুমি সফল হয়েছ।

([১৩৫]) 'যবেহযোগ্য মহান জন্তু' একটি দুম্বা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে জিব্রাঈল মারফত পাঠিয়েছিলেন। *(ইবনে কাসীর)* ইসমাঈল ﷺ-এর পরিবর্তে সেই দুম্বাটি যবেহ করা হয়েছিল এবং ইব্রাহীম ﷺ-এর উক্ত সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ ও ঈদুল আযহার সব থেকে পছন্দনীয় আমল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

([১৩৬]) উক্ত ঘটনার পর ইব্রাহীম ﷺ-কে আরো একটি সন্তান ইসহাক ও তাঁর নবী হওয়ার সুসংবাদ দানে বুঝা যাচ্ছে যে, এর পূর্বে যাঁকে যবেহ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি ইসমাঈল ﷺ ছিলেন। সেই সময় ইব্রাহীম ﷺ-এর তিনিই একমাত্র পুত্র

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣)

(১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম;[১৩৭] তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।[১৩৮]

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤)

(১১৪) নিশ্চয় আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি[১৩৯]

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥)

(১১৫) এবং তাদের ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম।[১৪০]

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦)

(১১৬) আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল।

وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧)

(১১৭) আমি উভয়কে বিশদ গ্রন্থ দিয়েছিলাম।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨)

(১১৮) তাদেরকে আমি সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الآخِرِينَ (١١٩)

(১১৯) আর তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় ক'রে রাখলাম।

سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٠)

(১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١)

(১২১) নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢)

(১২২) নিশ্চয় এরা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣)

(১২৩) নিশ্চয় ইলয়্যাসও ছিল রসূলদের একজন;[১৪১]

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (١٢٤)

(১২৪) স্মরণ কর, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি ভয় করবে না?[১৪২]

أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥)

(১২৫) তোমরা কি বা'ল (দেবতা)কে আহবান করবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা--

اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ (١٢٦)

(১২৬) আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের?'[১৪৩]

---

ছিলেন, ইসহাক ﷺ তাঁর পরে জন্মগ্রহণ করেন। 'যাবীহ' (যাঁকে যবেহ করতে যাওয়া হয়েছিল তিনি) কে ছিলেন, ইসমাঈল ﷺ না ইসহাক ﷺ ? এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম ইবনে জারীরের মতে, তিনি ইসহাক ﷺ। কিন্তু ইবনে কাসীর ও অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের মতে, তিনি ইসমাঈল ﷺ। আর এটাই সঠিক। ইমাম শাওকানী এই বিষয়ে নীরব। *(বিস্তারিত জানার জন্যে তাফসীর ফাতহুল ক্বাদীর ও তাফসীর ইবনে কাসীর দ্রষ্টব্য)*

(১৩৭) অর্থাৎ, তাঁদের উভয়ের বংশ বিস্তার করেছিলাম। অধিকাংশ আম্বিয়া ও রসূলদের আগমন তাঁদের বংশ থেকেই ঘটেছে। ইসহাক ﷺ-এর পুত্র ইয়াকুব ﷺ ছিলেন, যাঁর বারটি সন্তান থেকে বানী ইস্রাঈলের বারটি গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁদের বংশ থেকেই বানী ইস্রাঈল জাতি বিস্তার লাভ করে এবং অধিকাংশ আম্বিয়া তাঁদের মধ্য থেকেই আগমন করেন। ইব্রাহীম ﷺ-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল ﷺ থেকে আরবদের বংশ বিস্তার হয় এবং তাদের মধ্য হতে শেষ পয়গম্বর মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন।

(১৩৮) তারা শির্ক, পাপাচার, অত্যাচার ও ফাসাদ করে। ইব্রাহীম ﷺ-এর বংশধরে বর্কত থাকা সত্ত্বেও এখানে তাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ ও অত্যাচারী বলে ইঙ্গিত ক'রে দিয়েছেন যে, মর্যাদাসম্পন্ন বাপদাদা ও বংশের সম্পর্ক আল্লাহর নিকট কোন মূল্য রাখে না। সেখানে শুধু ঈমান ও নেক আমলের গুরুত্ব আছে। ইয়াহুদী ও নাসারাগণ যদিও ইসহাক ﷺ-এর সন্তান, অনুরূপ আরবের মুশরিকরা ইসমাঈল ﷺ-এর সন্তান, কিন্তু তাদের আমল যেহেতু স্পষ্ট ভ্রষ্টতা বা শির্ক ও অবাধ্যতার উপর ছিল, সেহেতু উক্ত উচ্চ বংশ-মর্যাদা তাদের আমলের পরিবর্ত হতে পারে না।

(১৩৯) অর্থাৎ, তাদের উভয়কে নবুঅত ও রিসালাত এবং অন্যান্য নিয়ামতসমূহ দান করেছিলাম।

(১৪০) অর্থাৎ, ফিরআউনের দাসত্ব ও তার অত্যাচার থেকে।

(১৪১) ইলিয়াস ﷺ হারূন ﷺ-এর বংশোদ্ভূত বনী ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত একজন নবী ছিলেন। তাঁকে বা'লাবাক্ নামক এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। অনেকে সে জায়গার নাম সামেরা বলেছেন, যা ফিলিস্তীনের মধ্য পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানের মানুষ বা'ল নামক এক মূর্তির উপাসনা করত। অনেকে বলেন, এটা একটি দেবী ছিল।

(১৪২) অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর পাকড়াও ও শাস্তিকে ভয় করবে না যে, তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত করছ?

(১৪৩) অর্থাৎ, বা'ল দেবতার ইবাদত ও উপাসনা করবে, তার নামে নযর-নিয়ায পেশ করবে এবং তাকে প্রয়োজন পূরণকারী ভাববে, অথচ তা তো একটি পাথরের মূর্তি মাত্র। আর যিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা ও অতীত-ভবিষ্যতের সকল কিছুর প্রভু, তাকে তোমরা ভুলে বসবে?

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧)

(১২৭) কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওদেরকে (শাস্তির জন্য) অবশ্যই উপস্থিত করা হবে।[১৪৪]

إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨)

(১২৮) তবে আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (١٢٩)

(১২৯) আমি এ পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় ক'রে রাখলাম।

سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (١٣٠)

(১৩০) ইল্‌য়্যাসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।[১৪৫]

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١)

(১৩১) নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢)

(১৩২) নিশ্চয় সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম।[১৪৬]

وَإِنَّ لُوطاً لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣)

(১৩৩) নিশ্চয় লূতও ছিল রসূলদের একজন।

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤)

(১৩৪) আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম;

إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥)

(১৩৫) কিন্তু উদ্ধার করিনি এক বৃদ্ধাকে, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।[১৪৭]

ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ (١٣٦)

(১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧)

(১৩৭) তোমরা তো ওদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম ক'রে থাক সকালে

وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٣٨)

(১৩৮) এবং রাতে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?[১৪৮]

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩)

(১৩৯) নিশ্চয় ইউনুসও ছিল রসূলদের একজন।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠)

(১৪০) স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই জলযানে পৌঁছল,

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)

(১৪১) অতঃপর লটারি হলে সে হেরে গেল।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢)

(১৪২) পরে (তাকে নৌকা হতে সমুদ্রে ঠেলে দেওয়া হলে) এক বিরাট মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।[১৪৯]

---

([১৪৪]) অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানকে অস্বীকার করার জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

([১৪৫]) إِلْيَاسِيْنَ 'ইলয়াসীন' 'ইল্‌য়াস' শব্দের রূপান্তর; যেমন রূপান্তরে তুরে সাইনাকে তুরে সীনীনও বলা হয়। ইল্‌য়াস ﷺ-কে কোন কোন কিতাবে ঈলিয়াও বলা হয়েছে।

([১৪৬]) কুরআনে অধিকাংশ জায়গায় নবী ও রসূলদের বর্ণনা করার পর এ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, 'সে আমার মু'মিন বান্দা (বিশ্বাসী দাস)দের একজন ছিল।' এর দুটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য, তাঁর মহান চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ, যা ঈমানের জরুরী অংশ। যাতে সেই সকল মানুষ, যারা অনেক পয়গম্বরদের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বলে থাকে, তাদের খন্ডন হয়ে যায়। যেমন বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলে অনেক পয়গম্বরদের বিষয়ে এরূপ মনগড়া কেচ্ছা-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ঐ সকল মানুষদের ধারণা খন্ডন, যারা অনেক নবীদের গুণাবলীতে অতিরঞ্জন করে তাঁদের মধ্যে আল্লাহর গুণ ও ক্ষমতা সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ তাঁরা অবশ্যই পয়গম্বর ছিলেন, আর ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর দাস। তাঁরা না ছিলেন ইলাহ বা তাঁর অংশ, আর না ছিলেন তাঁর অংশীদার।

([১৪৭]) এর উদ্দেশ্য হল লূত ﷺ-এর স্ত্রী, সে কাফের ছিল, সে ঈমানদারদের সাথে গ্রাম থেকে বাইরে যায়নি, কারণ নিজ কওমের সাথে ধ্বংস হওয়া তার ভাগ্যেও অবধারিত ছিল। সুতরাং তাকেও ধ্বংস ক'রে দেওয়া হল।

([১৪৮]) এখানে সেই মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা ব্যবসার জন্য সফর করতে গিয়ে সেই বিধ্বস্ত এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াত করত। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সকাল ও রাত্রে সেই এলাকা হয়ে অতিক্রম করছ, যেখানে বর্তমানে মৃত সাগর অবস্থিত, যা দেখতেও বড় বিশ্রী এবং পচা-সড়া ও দুর্গন্ধময়। (যার পানি অতিরিক্ত মোটা ও লবণাক্ত, তাতে কোন প্রাণী জীবন-ধারণ করতে পারে না এবং তাতে পড়লে ডুবে যায় না।) তোমরা কি তাদের এ অবস্থা দেখেও এ কথা অনুধাবন করতে পারছ না যে, রসূলদেরকে মিথ্যা মনে করার ফলে তাদের এই নিকৃষ্ট পরিণতি হয়েছে। তবে তোমাদের আচরণের ফলও তাদের থেকে পৃথক কেন হবে? তোমরাও সেই কর্মই সাধন করছ, যা তারা করেছে। তবে এর পরেও তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে?

([১৪৯]) ইউনুস ﷺ-কে ইরাকের নীনাওয়া (বর্তমান মাওসেল) নামক শহরে নবী ক'রে প্রেরণ করা হয়েছিল। এখানে আশুরীদের শাসন ছিল, যারা এক লক্ষ বানী ইস্রাঈলকে বন্দী ক'রে রেখেছিল, সুতরাং তাদের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ

فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)

(১৪৩) সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত,

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤)

(১৪৪) তাহলে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থেকে যেত।[১৫০]

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥)

(১৪৫) অতঃপর ইউনুসকে আমি গাছ-পালাহীন সৈকতে নিক্ষেপ করলাম।[১৫১]

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦)

(১৪৬) পরে আমি (তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য) এক লাউগাছ উদ্গত করলাম;[১৫২]

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧)

(১৪৭) তাকে আমি এক লাখ বা তার বেশী লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٨)

(১৪৮) এবং তারা বিশ্বাস করেছিল;[১৫৩] ফলে তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ (١٤٩)

(১৪৯) ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহর জন্য কি কন্যাসন্তান এবং ওদের নিজেদের জন্য পুত্রসন্তান?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠)

(১৫০) অথবা ওরা কি উপস্থিত ছিল, যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম?[১৫৪]

أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١)

(১৫১) দেখ, ওরা মনগড়া কথা বলে থাকে; যখন বলে,

وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢)

(১৫২) 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী।

أَاصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣)

(১৫৩) তিনি কি পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেন?[১৫৫]

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤)

(১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?

أَفَلا تَذَكَّرُونَ (١٥٥)

(১৫৫) তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?[১৫৬]

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (١٥٦)

(১৫৬) তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?

---

তাআলা তাদের নিকট ইউনুস ﷺ-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর উপর ঈমান আনল না। শেষে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে এই বলে ভীতিপ্রদর্শন করলেন যে, তোমরা অতি সত্বর আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে। শাস্তি আসতে বিলম্ব দেখে তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং সমুদ্রে গিয়ে এক নৌকায় সওয়ার হন। নিজের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াকে এমন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন একজন দাস তার মনিব থেকে পালিয়ে যায়। কারণ তিনিও আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজ সম্প্রদায়কে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যাত্রী ও মাল-সামানে নৌকা পরিপূর্ণ ছিল। নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে পড়ে যায় ও দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং তার ভার কম করার জন্য এক ব্যক্তিকে নৌকা থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে নৌকার অন্য সব যাত্রীরা বেঁচে যায়। কিন্তু এই কুরবানী দেওয়ার জন্য কেউ তৈরী ছিল না, যার জন্য লটারী করতে হয়। সে লটারীতে ইউনুস ﷺ-এর নাম আসে এবং তিনি অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান; অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পালিয়ে যাওয়া দাসের মত নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হয়। এদিকে আল্লাহ তাআলা তিমি মাছকে আদেশ করেন যে, তাঁকে যেন পূর্ণ গিলে ফেলে। এই ভাবে ইউনুস ﷺ আল্লাহর আদেশে মাছের পেটে চলে যান।

(১৫০) অর্থাৎ তওবা ও ইস্তিগফার এবং আল্লাহর তাসবীহ পাঠ না করতেন, (যেমন তিনি {لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} পাঠ করেছিলেন।) তবে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি মাছের পেটেই থেকে যেতেন।

(১৫১) যেরূপ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মানুষ বা জন্তুর বাচ্চার অবস্থা হয়, সেইরূপ দুর্বল অবস্থায়।

(১৫২) يَقْطِين ঐ সকল লতা গাছকে বলা হয়, যা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াতে পারে না, যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদির গাছ। অর্থাৎ, সেই বালুচরে, যেখানে না কোন গাছ-পালা ছিল আর না ছিল কোন ঘর-বাড়ী । সেখানে একটি ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত ক'রে তাকে রক্ষা করলাম।

(১৫৩) তারা কিভাবে ঈমান এনেছিল তার বর্ণনা সূরা ইউনুসের ৯৮-নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

(১৫৪) অর্থাৎ, এরা যে ফিরিশ্তাদিগকে আল্লাহর কন্যা বলে, তবে আমি যখন ফিরিশ্তা সৃষ্টি করেছিলাম, তখন কি তারা সে স্থানে উপস্থিত ছিল এবং তারা ফিরিশ্তাদের মধ্যে নারীত্বের কোন চিহ্ন লক্ষ্য করেছিল?

(১৫৫) অথচ তারা নিজেদের জন্য কন্যাসন্তান নয়; বরং পুত্রসন্তান পছন্দ করে।

(১৫৬) যে, যদি আল্লাহর সন্তান হত তবে পুত্রসন্তান হত, যা তোমরাও পছন্দ কর এবং উত্তম মনে কর। কন্যাসন্তান নয়, যা তোমাদের চোখেও নগণ্য ও তুচ্ছ।

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧)

(১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের গ্রন্থ উপস্থিত কর।[১৫৭]

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)

(১৫৮) ওরা আল্লাহ এবং জ্বিন জাতির মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে,[১৫৮] অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে।[১৫৯]

سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩)

(১৫৯) ওরা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান।

إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠)

(১৬০) আল্লাহর বিশুদ্ধ চিত্ত দাসগণ এর ব্যতিক্রম।[১৬০]

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١)

(১৬১) অবশ্যই তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা;

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢)

(১৬২) তোমরা (ওদেরকে) আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣)

(১৬৩) কেবল তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৬১]

وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤)

(১৬৪) (জিব্রাইল বলেছিল), আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে;[১৬২]

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (١٦٥)

(১৬৫) আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান,

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦)

(১৬৬) এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।[১৬৩]

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧)

(১৬৭) নিশ্চয় ওরা বলত,

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنْ الأَوَّلِينَ (١٦٨)

(১৬৮) 'পূর্ববর্তীদের গ্রন্থের মত যদি আমাদের কোন গ্রন্থ থাকত,

لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩)

(১৬৯) তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহর বিশুদ্ধ-চিত্ত দাস হতাম।'[১৬৪]

---

([১৫৭]) অর্থাৎ, এই বিশ্বাসের শুদ্ধতা বিবেক মেনে নেয় না যে, আল্লাহর সন্তান আছে; তাতেও আবার কন্যাসন্তান। যদি তাই হয়, তাহলে কোন প্রমাণ দেখাও, আল্লাহর নাযিলকৃত কোন একটি কিতাব দেখাও, যাতে আল্লাহর সন্তানের স্বীকারোক্তি বা প্রমাণ আছে?

([১৫৮]) এখানে মুশরিকদের ঐ বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তারা মনে ক'রে যে, আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল, যার ফলে কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরাই আল্লাহর মেয়ে, ফিরিশ্তা। এইভাবে আল্লাহ ও জ্বিনদের মাঝে (বৈবাহিক সম্বন্ধ ) আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়েছে!

([১৫৯]) অথচ এই উক্তি কিভাবে সত্য হতে পারে? যদি তাই হতো, তাহলে জ্বিনদেরকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিতেন কেন? তিনি কি আপন আত্মীয়তার খেয়াল রাখতেন না? আর যদি তা না হয়, বরং খোদ জ্বিনরাও ভালভাবে অবগত আছে যে, তাদেরকেও (অবাধ্যতার কারণে) আল্লাহর শাস্তি ভোগ করার জন্য অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে, তাহলে আল্লাহ এবং জ্বিনদের মাঝে আত্মীয়তা কিভাবে হতে পারে?

([১৬০]) অর্থাৎ, তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলে না, যা থেকে তিনি পবিত্র। এটা মুশরিকদেরই অভ্যাস। অথবা উদ্দেশ্য হল যে, জ্বিন ও মুশরিকদেরকেই জাহান্নামে উপস্থিত করা হবে, আল্লাহর বিশুদ্ধ ও মনোনীত বান্দাদেরকে নয়। তাদের জন্য তো আল্লাহ তাআলা জান্নাত তৈরী ক'রে রেখেছেন। এই অর্থে এ বাক্যটি لَمُحْضَرُوْنَ থেকে 'ইস্তিসনা' (ব্যতিক্রান্ত)। আর মাঝে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনামূলক বাক্য 'জুমলাহ মু'তারিয়াহ' (মাঝে সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন বাক্য)।

([১৬১]) অর্থাৎ, তোমরা ও তোমাদের বাতিল উপাস্য, তাদেরকে ছাড়া কাউকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখো না, যারা আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই জাহান্নামী এবং সে জন্যই তারা কুফর ও শির্কের উপর অটল আছে।

([১৬২]) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদতের জন্য। এ কথাটি ফিরিশ্তাদের।

([১৬৩]) উদ্দেশ্য এই যে, ফিরিশ্তাগণও আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর খাস বান্দা, যাঁরা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে এবং তাঁর তসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনায় মগ্ন থাকেন, তাঁরা আল্লাহর কন্যা নন; যেমন মুশরিকরা ধারণা করে থাকে।

([১৬৪]) এখানে ذِكْر -এর অর্থ হল, আল্লাহর কোন গ্রন্থ বা পয়গম্বর। অর্থাৎ কাফেররা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বলত যে, আমাদের নিকটেও যদি কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হত, যেমন পূর্বের মানুষদের প্রতি তাওরাত ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়েছে অথবা কোন পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী আসত, তবে আমরাও আল্লাহর খাস বান্দা হয়ে যেতাম।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠)

(১৭০) কিন্তু ওরা তা (কুরআন) প্রত্যাখ্যান করল[১৬৫] এবং শীঘ্রই ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে।[১৬৬]

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١)

(১৭১) আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য স্থির হয়েছে যে,

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢)

(১৭২) অবশ্যই তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)

(১৭৩) এবং নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।[১৬৭]

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٤)

(১৭৪) অতএব কিছু কালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর।[১৬৮]

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥)

(১৭৫) তুমি ওদেরকে পর্যবেক্ষণ কর,[১৬৯] শীঘ্রই ওরা (সত্য-প্রত্যাখ্যানের পরিণাম) প্রত্যক্ষ করবে।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦)

(১৭৬) ওরা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ (١٧٧)

(১৭৭) যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে, তখন ওদের প্রভাত হবে কত মন্দ![১৭০]

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨)

(১৭৮) অতএব কিছু কালের জন্য তুমি ওদের উপেক্ষা কর।

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩)

(১৭৯) তুমি (ওদেরকে) পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা (সত্যপ্রত্যাখ্যানের পরিণাম) প্রত্যক্ষ করবে।[১৭১]

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠)

(১৮০) ওরা যা আরোপ করে, তা হতে তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি সকল সম্মান (ও ক্ষমতা)র অধিকারী।[১৭২]

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١)

(১৮১) শান্তি বর্ষিত হোক রসূলদের প্রতি![১৭৩]

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)

(১৮২) আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।[১৭৪]

## সূরা স্বা-দ
(মক্কায় অবতীর্ণ)

---

([১৬৫]) অর্থাৎ, যখন তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী নবী ﷺ পথপ্রদর্শক হিসাবে এসে গেলেন, কুরআন মাজীদও অবতীর্ণ ক'রে দেওয়া হল, তখন তারা তাঁর প্রতি ঈমান না এনে তাঁকে অস্বীকার ক'রে বসল!

([১৬৬]) এটা তাদের জন্য ধমক যে, এই অস্বীকারের কুফল অতি তাড়াতাড়ি তারা জানতে পারবে।

([১৬৭]) যেমন অন্য স্থানে বলেছেন, (كَتَبَ اللهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ) *(সূরা মুজাদালাহ ২১ আয়াত)*

([১৬৮]) অর্থাৎ, তাদের কথা ও দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ কর।

([১৬৯]) অর্থাৎ, দেখতে থাক যে, কখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসছে?

([১৭০]) যখন মুসলিমগণ খায়বার আক্রমণ করতে গেলেন, তখন তাদেরকে দেখে ইয়াহুদীরা ঘাবড়ে গেল। যার কারণে নবী ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বলে এই বাক্যাবলী উচ্চারণ করেন,{فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ অর্থাৎ, খায়বার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্বে-সতর্ক করা হয়েছিল তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়। *(বুখারী)*

([১৭১]) এ বাক্যটি তা'কীদ স্বরূপ পুনরুক্ত হয়েছে অথবা প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য পার্থিব ঐ সকল শাস্তি যা মক্কাবাসীর উপর বদর, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে হত্যা ইত্যাদি রূপে এসেছিল। আর দ্বিতীয় বাক্যে পারলৌকিক ঐ শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা এ সকল কাফের ও মুশরিকরা পরকালে ভোগ করবে।

([১৭২]) এখানে আল্লাহ তাআলার ঐ সকল কল্পিত ত্রুটি থেকে পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যা মুশরিকরা আল্লাহর জন্য বর্ণনা করে থাকে, যেমন তাঁর সন্তান আছে, বা তাঁর কোন অংশীদার আছে। এরূপ ত্রুটি বান্দার মাঝে আছে এবং সন্তান বা অংশীদারের প্রয়োজন তাদেরই হয়। মহান আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ও তিনি পবিত্র। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন যে, তাঁর সন্তান বা কোন অংশীদারের প্রয়োজন হবে।

([১৭৩]) কারণ, তাঁরা আল্লাহর পয়গাম পৃথিবীর বাসিন্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা অবশ্যই সালাম ও বর্কতের অধিকারী।

([১৭৪]) এখানে বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং পয়গম্বরগণ তোমাদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অনেকে বলেন যে, কাফেরদেরকে ধ্বংস ক'রে ঈমানদার ব্যক্তিদের ও পয়গম্বরদেরকে বাঁচিয়েছেন, এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন কর। حَمد হাম্দ শব্দদের অর্থ হল ঃ স্বেচ্ছায় মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করা, সুনাম ও প্রশংসা করা।

সূরা নং ঃ ৩৮, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮৮

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١)

(১) স্বা-দ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের![১৭৫] (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢)

(২) কিন্তু অবিশ্বাসীরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।[১৭৬]

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٣)

(৩) এদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি;[১৭৭] তখন ওরা সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিল। কিন্তু ওদের পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।[১৭৮]

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤)

(৪) এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এল;[১৭৯] এতে এরা বিস্ময়বোধ করল এবং অবিশ্বাসীরা বলল, 'এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী!

أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥)

(৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।'[১৮০]

وَانطَلَقَ الْمَلأ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦)

(৬) ওদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ল, 'তোমরা চল এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক।[১৮১] নিশ্চয়ই এটি কোন উদ্দেশ্যমূলক।[১৮২]

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (٧)

(৭) আমরা শেষ ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি;[১৮৩] এটি এক মনগড়া উক্তি।[১৮৪]

أَؤُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي

(৮) আমরা এত লোক থাকতে কি তারই ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হল?'[১৮৫] ওরা তো প্রকৃতপক্ষে আমার কুরআনে

---

([১৭৫]) যাতে তোমাদের জন্য সর্ব প্রকার নসীহত এবং এমন কথা আলোচনা হয়েছে, যার দ্বারা তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই শুধরে যাবে। অনেকে ذِي الـذِّكر -এর অর্থ ঃ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, দুটি অর্থই ঠিক। কারণ কুরআন মর্যাদারও অধিকারী এবং মু'মিন ও মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় গ্রন্থও বটে। এখানে শপথের উত্তর উহ্য আছে, আর তা হল, আসল কথা তা নয় যা মক্কার কাফেররা বলে; তারা বলে মুহাম্মাদ জাদুকর, কবি বা মিথ্যুক। বরং তিনি আল্লাহর সত্য রসূল; যাঁর উপর এই মর্যাদাময় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

([১৭৬]) অর্থাৎ, এই কুরআন অবশ্যই সন্দেহমুক্ত এবং এর দ্বারা যারা শিক্ষা অর্জন করতে চায় তাদের জন্য নসীহত। তবে এর দ্বারা কাফেরদের কোন উপকার হয় না। কারণ তাদের মনে অহংকার ও গর্ব আছে এবং অন্তরে আছে শত্রুতা ও বিরোধিতা। عِزَّة -শব্দটির অর্থ হয় ঃ সত্যের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা।

([১৭৭]) যারা এদের থেকে অনেক পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে মন্দ ফল ভোগ করতে হয়।

([১৭৮]) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর সাহায্যের জন্য ডেকেছিল এবং তওবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তখন না ছিল তওবা কবুল হওয়ার সময়, আর না ছিল পালানোর কোন পথ। ফলে না তাদের ঈমান উপকারে আসে, আর না পালিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। لات শব্দটি আসলে কেবল لا এখানে ت অক্ষরটি বাড়তি সংযুক্ত হয়েছে; যেমন ثُـمَّ তে যুক্ত হয়ে ثُمَّةَ বলা হয়। مَنَاص - نَاصَ يَنُوْصُ এর ক্রিয়ামূল, যার অর্থ হল পলায়ন করা ও পিছে হটা।

([১৭৯]) অর্থাৎ, তাদের মতই একজন মানুষ কিভাবে রসূল হয়ে গেলেন!

([১৮০]) অর্থাৎ, এক আল্লাহই সারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী, তাঁর কোন অংশীদার নেই। অনুরূপ প্রার্থনা, কুরবানী, নযর-নিয়ায প্রভৃতি ইবাদতেরও অধিকারী একমাত্র তিনিই -এসব তাদের জন্য অতি আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

([১৮১]) অর্থাৎ, নিজের ধর্মের উপর অটল থাক এবং মূর্তিপূজা করতে থাক, মুহাম্মাদের কথায় কান দিয়ো না!

([১৮২]) অর্থাৎ, সে আসলে আমাদেরকে আমাদের উপাস্য থেকে দূরে সরিয়ে তাঁর অনুসারী বানাতে এবং নিজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানাতে চাচ্ছে।

([১৮৩]) শেষ বা পূর্ব ধর্মাদর্শ বলতে তাদেরই কুরাইশী ধর্মাদর্শ অথবা খ্রিষ্টান ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ যে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছে, সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে অন্য কোন ধর্মে শ্রবণ করিনি।

([১৮৪]) অর্থাৎ, এই প্রকার তাওহীদ তাঁর নিজের মনগড়া, তাছাড়া খ্রিষ্টান ধর্মেও আল্লাহর সাথে অন্যকে উপাস্য হওয়াতে অংশীদার মানা হয়েছে।

([১৮৫]) অর্থাৎ, মক্কাতে অনেক বড় বড় সর্দার ও নেতাগণ আছেন, যদি আল্লাহ কাউকে নবী বানাতে চাইতেন তবে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিয়ে বানাতেন। তাঁদেরকে বাদ দিয়ে অহী ও রিসালাতের জন্য মুহাম্মাদকে চয়ন করা আশ্চর্যের ব্যাপার! ঠিক যেন তারা আল্লাহর চয়নে ভুল বের করল। এটা সত্য যে, কাজের ইচ্ছা না থাকলে বিভিন্ন বাহানা দেওয়া হয়। অন্য স্থানেও এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দেখুন ঃ সূরা যুখরুফের ৩১-৩২ আয়াত।

بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (٨)

সন্দিহান,[৮৬] ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।[৮৭]

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (٩)

(৯) ওদের নিকট কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভান্ডার আছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাদাতা?[৮৮]

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ (١٠)

(১০) ওদের কি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর (উপর) সার্বভৌমত্ব আছে? থাকলে, ওরা মাধ্যমযোগে (আকাশে) আরোহণ করুক![৮৯]

جُندٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنْ الأَحْزَابِ (١١)

(১১) (ওরা বড় বড়) বাহিনীর নিকটে পরাজিত একটি (ছোট) সেনাদল।[৯০]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ(١٢)

(১২) এদের পূর্বেও রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, নূহ, আ'দ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআউন সম্প্রদায়।[৯১]

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الأَحْزَابُ (١٣)

(১৩) সামূদ, লূত ও আইকাবাসী (শুআইব সম্প্রদায়),[৯২] ওরাও ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।

إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤)

(১৪) ওদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে, ওদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি বাস্তব হয়েছে।

وَمَا يَنظُرُ هَؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (١٥)

(১৫) এরা তো অপেক্ষা করছে এক মহাগর্জনের,[৯৩] যাতে কোন বিরতি থাকবে না।[৯৪]

---

([৮৬]) অর্থাৎ, তাদের অস্বীকার এই জন্য নয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সত্যবাদিতার জ্ঞান তাদের নিকটে ছিল না অথবা তাঁর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপারে তারা সন্দিহান ছিল। বরং আসলে তারা সেই অহীর উপরে সন্দেহ পোষণ করত, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল তাওহীদের দাওয়াত।

([৮৭]) কারণ শাস্তি আস্বাদন করলে এমন স্পষ্ট বস্তুকে অস্বীকার ও মিথ্যা মনে করত না। আর যখন তারা সেই অস্বীকারের শাস্তি সত্যই আস্বাদন করবে, তখন এমন সময় হবে যে, না তাদের স্বীকারোক্তি কাজে আসবে, আর না ঈমান কোন উপকারে আসবে।

([৮৮]) অতএব তারা যাকে ইচ্ছা দেবে, আর যাকে ইচ্ছা দেবে না, আর সেই ভান্ডারের একটি সম্পদ নবুঅতও? পক্ষান্তরে যদি তা না হয়, বরং প্রভুর অনুগ্রহের ভান্ডারের মালিক সেই মহাদাতা হন; যিনি অতি দানশীল, তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুঅতকে তারা অস্বীকার করে কেন? যা সেই মহাদাতা প্রভু তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাঁকে দান করেছেন।

([৮৯]) অর্থাৎ, আকাশে উঠে সেই অহী বন্ধ ক'রে দিক, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। أَسْبَاب শব্দটি سَبَب এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হল ঃ ঐ সকল বস্তু যার মাধ্যমে নিজ অভীষ্ট পর্যন্ত পৌঁছনো যায়, তাতে সে যে কোন বস্তুই হোক। যার ফলে তার বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। (এর ব্যাপক অর্থ ঃ মাধ্যম।) রশি ছাড়া আর একটি দ্বিতীয় অর্থ 'দরজা'ও করা হয়েছে। যে দরজা দিয়ে ফিরিশ্তাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অর্থাৎ সিঁড়ির সাহায্যে আকাশের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাও এবং অহী আসা বন্ধ করে দাও। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৯০]) جُنْدٌ শব্দটি উহ্য মুবতাদা (উদ্দেশ্য) هُمْ এর খবর (বিধেয়) এবং مَا তাকীদ স্বরূপ অসামান্য বা সামান্য বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ﷺ-কে সাহায্য এবং কাফেরদের পরাজয়ের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কাফেরদের এই দল বাতিলপন্থী দল, এই দল বড় হোক বা ছোট আদৌ তার পরোয়া করবে না এবং তাদেরকে ভয়ও করবে না। পরাজয়ই তাদের ভাগ্যে আছে। هُنَالِكَ দ্বারা দূর স্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বদরের যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের দিনও হতে পারে, যেখানে কাফেররা শিক্ষামূলক পরাজয়ের শিকার হয়েছিল।

([৯১]) ذو الأوتاد এর আসল অর্থ ঃ গোঁজ বা কীলক-ওয়ালা। এর মর্মার্থ এই যে, ফিরআউন বিশাল সংখ্যক সেনাবাহিনীর অধিপতি ছিল। যার ছিল অনেক অনেক শিবির বা তাঁবু; যা মাটিতে কীলক গেড়ে টাঙ্গানো হত। অথবা তাকে কীলকওয়ালা এই জন্য বলা হয়েছে যে, যালেম যখন কোন ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হত, তখন তার হাত-পা এবং মাথায় কীলক এঁটে দিত। অথবা এর দ্বারা তার শক্তি ও সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যেমন কীলক দ্বারা কোন বস্তুকে দৃঢ় করা হয় অনুরূপ তার অনুসারীরা তার সাম্রাজ্যকে শক্ত ও দৃঢ় করতে সাহায্য করত।

([৯২]) আইকাবাসী কারা ছিল, তা জানার জন্য দেখুন সূরা শুআরার ১৭৬নং আয়াতের টীকা।

([৯৩]) অর্থাৎ, শিঙ্গায় ফুৎকারের, যাতে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

([৯৪]) দুধ দোহনকারী একবার দুধ দোহনের পর বাছুরকে উটনী, গাই বা মহিষের (অর্থাৎ তার মায়ের) নিকট ছেড়ে দেয়, যাতে তার দুধ পান করার ফলে পুনরায় স্তনে অধিক পরিমাণে দুধ এসে জমা হয়। সুতরাং কিছুক্ষণ পরে বাছুরকে জোরপূর্বক অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে পুনরায় দুধ দোহন করতে আরম্ভ করে। উক্ত দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়কে فَوَاق বলা হয়। অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর এতটুকুও সময় পাওয়া যাবে না, বরং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই কিয়ামতের ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে যাবে।

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦)

(১৬) এরা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে সত্বর দিয়ে দাও!'[১৯৫]

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧)

(১৭) এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার বলবান[১৯৬] দাস দাউদের কথা; নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় আল্লাহ-অভিমুখী।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨)

(১৮) আমি পর্বতমালাকে তার বশীভূত করেছিলাম; ঐগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩)

(১৯) এবং (বশীভূত করেছিলাম) পক্ষীকুলকেও সমবেত অবস্থায়, সকলেই ছিল তার অনুসারী।[১৯৭]

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (٢٠)

(২০) আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম[১৯৮] এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা[১৯৯] ও বাগ্মিতা।[২০০]

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)

(২১) তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে উপাসনা-কক্ষে প্রবেশ করল,[২০১]

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢)

(২২) এবং দাউদের নিকট পৌঁছল তখন সে ভীত হয়ে পড়ল।[২০২] ওরা বলল, 'ভীত হবেন না, আমরা বিবাদমান দুই ব্যক্তি; আমাদের একে অপরের উপর যুলুম (অত্যাচার) করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন।[২০৩]

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ

(২৩) এ আমার ভাই,[২০৪] এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা, আর আমার আছে একটি; তবুও সে বলে, আমাকে এটি দিয়ে দাও[২০৫] এবং তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।'[২০৬]

---

([১৯৫]) قِطٌّ এর অর্থ হল ঃ প্রাপ্য অংশ বা ভাগ। এখানে উদ্দেশ্য হল আমলনামা বা প্রাপ্য অংশ। অর্থাৎ, আমাদের আমলনামা অনুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কারে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা কিয়ামত আসার পূর্বে এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দাও। এটা সত্যই يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে'এর মত কথা। এই কথাটি তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ভেবে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ স্বরূপ বলে।

([১৯৬]) এখানে أَيْدٍ - يَدٌ (হাত) এর বহুবচন নয়। বরং এটা آدَ يَئِيْدُ এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) যার অর্থ 'শক্তি ও প্রবলতা'। এ থেকেই تأييد - تقويت অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এখানে শক্তির অর্থ হল দ্বীনি শক্তি ও সুদৃঢ়তা। যেমন হাদীসে বর্ণনা হয়েছে যে, "আল্লাহর তাআলার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় (রাতের) নামায হল, দাউদ ﷺ-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা হল দাউদ ﷺ-এর রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, অতঃপর এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। আর তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন এবং যুদ্ধে গিয়ে কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। (বুখারী)

([১৯৭]) অর্থাৎ, এগুলি সবই দাউদের অনুসারী ছিল। অথবা এগুলি সবই আল্লাহ-অভিমুখী। অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় পর্বতমালা দাউদ ﷺ এর সাথে তসবীহ পাঠে রত হত এবং উড়ন্ত পক্ষীকুলও যবুর পড়া শুনে শূন্যে জমায়েত হত এবং তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করত। 'مَحْشُوْرَةً ' অর্থ 'জমায়েত অবস্থায়'।

([১৯৮]) সর্বপ্রকার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক মাধ্যম দ্বারা।

([১৯৯]) অর্থাৎ, নবুঅত, প্রজ্ঞা, সঠিক কথা ও কর্ম।

([২০০]) অর্থাৎ, বিচার ও ফায়সালা করার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বুঝ শক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপনা করার ক্ষমতা ও বর্ণনা শক্তি।

([২০১]) مِحْرَابٌ এর অর্থ হল কক্ষ বা কামরা (ইবাদত-খানা); যেখানে তিনি সবার থেকে পৃথক হয়ে নির্জনে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতেন। দরজায় প্রহরী থাকত, যাতে কেউ ভিতরে এসে তাঁর ইবাদতে বাধা সৃষ্টি না করে। বাদী-বিবাদী পিছন দিকের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

([২০২]) ভীতির কারণ সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ তারা দরজা ছেড়ে পিছন দিকের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ তারা এত বড় দুষ্কর্ম সাধন করতে গিয়ে সম্মুখস্থ বাদশাকে পর্যন্ত কোন প্রকার ভয় করেনি। বাহ্যিক হেতু অনুসারে কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে ভীত হয়ে পড়া মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। এটা না নবুঅতের পরিপূর্ণতা ও তার মর্যাদার পরিপন্থী, আর না-ই তা তাওহীদের বিরোধী। তাওহীদের পরিপন্থী ভীতি হল গায়রুল্লাহর এমন ভীতি যা অহেতুক মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

([২০৩]) প্রবেশকারিগণ এই বলে সান্ত্বনা দিল যে, আপনি ঘাবড়াবেন না, আমাদের মাঝে বিবাদ বেধেছে, তাই আমরা আপনার নিকট ফায়সালা নিতে এসেছি। আপনি ন্যায় বিচার করুন এবং সরল পথ প্রদর্শন করুন।

([২০৪]) এখানে ভাই বলতে দ্বীনি ভাই, একই পেশার শরীক অথবা বন্ধু। সকলের জন্য 'ভাই' শব্দ ব্যবহার করা শুদ্ধ।

([২০৫]) অর্থাৎ, (সে বলে) ঐ দুম্বাটিও আমার দুম্বাদলে শামিল ক'রে দাও। যাতে আমিই তার মালিক হয়ে যাই।

([২০৬]) দ্বিতীয় অনুবাদ হল, "সে কথাবার্তায় আমার উপর জয়ী হয়ে গেছে।" অর্থাৎ যেমন তার নিকট সম্পদ বেশি আছে,

وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣)

(২৪) দাউদ বলল, 'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত করার দাবী ক'রে সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। যৌথ বিষয়ে অংশীদারগণ অনেকে একে অন্যের ওপর অবিচার ক'রে থাকে;[২০৭] করে না কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প।'[২০৮] দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল[২০৯] ও তাঁর অভিমুখী হল।[২১০]

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ (٢٤)

(২৫) অতঃপর আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম।[২১১] নিশ্চয় আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥)

(২৬) (আমি তাকে বললাম), 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

---

অনুরূপ মুখেও আমার থেকে বেশি তেজী এবং সেই তেজ ও বাগ্মিতা দ্বারা মানুষকে বশ ক'রে নেয়।

(২০৭) অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে যে, শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি যুলুম ক'রে থাকে এবং অন্য শরীকের অংশ আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা ক'রে থাকে।

(২০৮) বস্তুতঃ এরূপ চারিত্রিক ত্রুটি থেকে মু'মিনগণ সুরক্ষিত আছে। কারণ তাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি আছে এবং তারা যথাযথ নেক আমল করে। ফলে কোন ব্যক্তির উপর যুলুম করা এবং অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করা তাদের বিবেকে গ্রাহ্য নয়। তারা প্রদান করে, গ্রহণ করে না। আর এরূপ উচ্চ চরিত্রের মানুষ খুব কমই হয়।

(২০৯) وَخَرَّ رَاكِعًا - এর অর্থ সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

(২১০) (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।)

(২১১) দাউদ ﷺ-এর এই কাজ কি ছিল, যার জন্য তাঁকে ত্রুটি স্বীকার এবং তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপ প্রকাশ করার অনুভূতি হল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা ক'রে দিলেন। কুরআন কারীমে এর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না এবং কোন সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। ফলে কোন কোন তফসীরবিদ ইস্রাঈলী বর্ণনার উপর ভিত্তি ক'রে এমনও কথা লিখেছেন, যাতে একজন নবীর মর্যাদাহানি হয়। কোন কোন তফসীরবিদ; যেমন ইবনে কাসীর (রঃ) এ বিষয়ে এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, যখন কুরআন ও হাদীস এ বিষয়ে চুপ আছে, তখন আমাদেরও এর পিছনে পড়া উচিত নয়। তফসীরবিদদের এক তৃতীয় দল, যারা উক্ত ঘটনার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়ের কিছু ব্যাখ্যা হয়ে যায়। এর পরেও তাঁরা কোন এক রকম ব্যাখ্যায় সর্বসম্মত নন। সুতরাং কেউ কেউ বলেন যে, দাউদ ﷺ কোন এক সৈনিককে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ করেছিলেন। এটা ঐ সময়ে কোন দোষের বিষয় ছিল না। দাউদ ﷺ সেই মহিলার গুণাবলী ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতার কথা জানতেন। যার ফলে তাঁর মনে এই ইচ্ছার সঞ্চার হয়েছিল যে, সাধারণ নারী না থেকে তাকে একজন রানী হওয়া দরকার। যাতে তার গুণাবলী ও চারিত্রিক পূর্ণতা দ্বারা পুরো দেশ উপকৃত হতে পারে। এ রকম ইচ্ছা যতই ভাল চিন্তা-ভাবনা নিয়ে করা হোক, কিন্তু প্রথমতঃ একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় এ কাজ এক প্রকার অশোভনীয়। দ্বিতীয়তঃ এই কথা বাদশার পক্ষ থেকে প্রকাশ করাতে এক ধরনের চাপ প্রয়োগ করার শামিল হচ্ছে। ফলে দাউদ ﷺ-কে অভিনীত ঘটনা দ্বারা তা অশোভনীয় হওয়ার উপলব্ধি প্রদান করা হল এবং সত্য-সত্যই তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। অনেকে বলেন, মুকাদ্দামা নিয়ে আগত ব্যক্তিদ্বয় ফিরিশ্তা ছিলেন, যাঁরা একটি কাল্পনিক মুকাদ্দামা নিয়ে এসেছিলেন। এখানে দাউদ ﷺ-এর ভুল এই ছিল যে, তিনি বাদীর কথা শুনেই ফায়সালা ক'রে দিলেন এবং বিবাদীর কথা শোনার প্রয়োজন মনে করলেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য এই রকম পরীক্ষা করলেন। এই ভুল উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পরীক্ষা ছিল। অতএব তিনি আল্লাহর দরবারে মাথা নত করলেন। অনেকে বলেন যে, আগত ব্যক্তিদ্বয় ফিরিশ্তা নয়, মানুষ ছিল এবং এটা কাল্পনিক ঘটনা নয়, বরং সত্য ঝগড়াই ছিল; যার ফায়সালা নেওয়ার জন্য তারা এসেছিল। এইভাবে তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কারণ উক্ত ঘটনাতে অসহনীয় ও ক্রোধ-উদ্রেককর বেশ কিছু আচরণ ছিল। প্রথম ঃ অনুমতি ছাড়াই প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করা। দ্বিতীয় ঃ ইবাদতের বিশেষ সময়ে এসে বাধা সৃষ্টি করা। তৃতীয় ঃ তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা (অবিচার করবেন না ইত্যাদি) যা তাঁর বিচারীয় মর্যাদার জন্য হানিকর ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন, ফলে তিনি ক্রোধান্বিত না হয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। কিন্তু তার অন্তরে যে প্রকৃতিগত সামান্য বিরাগ সঞ্চার হয়েছিল, তাকেই তিনি আপন ভুল ভেবেছিলেন। যেহেতু এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছিল, সেহেতু এরূপ প্রকৃতিগত বিরাগ সঞ্চার না হওয়াই উচিত ছিল। যার জন্য তিনি আল্লাহর দিকে রুজু করেছিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়েছিলেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে।'

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

(২৭) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি;[২১২] এ তো অবিশ্বাসীদের ধারণা। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧)

(২৮) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করব? অথবা সাবধানিগণকে কি অপরাধিগণের সমান গণ্য করব?

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨)

(২৯) আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (٢٩)

(৩০) আমি দাউদকে (পুত্ররূপে) সুলাইমান দান করলাম। কতই না উত্তম দাস সে। নিশ্চয় সে আল্লাহ-অভিমুখী।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠)

(৩১) যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে সুশিক্ষিত দ্রুতগামী অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল,[২১৩]

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١)

(৩২) সে বলল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণের উপর সম্পদ-প্রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছি --এদিকে সূর্য অস্ত গেছে;

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢)

(৩৩) এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনো।' অতঃপর সে ওগুলির পা ও গর্দান ছেদন করতে লাগল।[২১৪]

رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ (٣٣)

(৩৪) আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ

---

([২১২]) বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি আর তা এই যে, আমার বান্দা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে। যারা আমার ইবাদত করবে, আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব। আর যারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করতে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি।

([২১৩]) صَافِنَاتٌ - صَافِنٌ বা صَافِنَةٌ এর বহুবচন। এর মানে এমন অশ্বরাজি যা তিন পায়ে ভর করে দাঁড়ায়। جِيَادٌ جَوَادٌ এর বহুবচন। এর অর্থ দ্রুতগামী অশ্বরাজি। অর্থাৎ সুলাইমান ﷺ-এর সামনে জিহাদের জন্য পালিত উৎকৃষ্ট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) দ্রুতগামী অশ্বরাজি পরিদর্শনের জন্য পেশ করা হল। عَشِيٌّ যোহর বা আসর থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয়, আমরা যাকে অপরাহ্ণ বা বিকাল বলে থাকি।

([২১৪]) এই অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে أَحْبَبْتُ (ভালোবেসে ফেলেছি)এর অর্থ آثَرْتُ (প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছি) আর عَنْ এখানে عَلَى এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (এর দ্বিতীয় অনুবাদ হল ঃ আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে সম্পদ-প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি।) আর تَوَارَتْ এর স্ত্রীলিঙ্গ কর্তৃকারক হল شَمْسٌ (সূর্য), যা আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়নি; কিন্তু বাগধারায় তা অনুমেয়। এই তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব আয়াতের (مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ) এর অর্থও হবে যবেহ করা অর্থাৎ উদ্দেশ্য مَسْحًا بِالسَّيْفِ। সারমর্ম এই যে, অশ্বরাজি পরিদর্শন করতে গিয়ে সুলাইমান ﷺ আসর নামাযের সময় অতিবাহিত ক'রে ফেলেন অথবা তখন তিনি যে অযীফা করতেন তা ছুটে যায়। যার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমি অশ্বরাজির মহব্বতে এমন মগ্ন হয়ে গেছি যে, সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং আমি আল্লাহর স্মরণ, নামায বা অযীফা থেকে অমনোযোগী হয়ে থেকে গেলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি সমস্ত অশ্বরাজি আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী ক'রে দিয়েছিলেন। ইমাম শাওকানী ও ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর আলাদা তফসীর করেছেন। তাঁদের তফসীর অনুযায়ী أَحَلَّ عَنْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। أي: لأجل ذِكْرِ رَبِّيْ অর্থাৎ আমার পালনকর্তার স্মরণের উদ্দেশ্যেই আমি এই অশ্বরাজির প্রতি মহব্বত রাখি। কারণ তার দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ হয়। অতঃপর তিনি অশ্বরাজিকে দৌড়ালেন। সুতরাং তারা তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি এগুলোকে পুনরায় সামনে উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। তাঁর নিকট পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি মহব্বতের সাথে তাদের গর্দানে ও পায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। خَيْرٌ শব্দটি কুরআনে সম্পদের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এখানে এই শব্দটি অশ্বরাজির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। تَوَارَتْ শব্দের কর্তৃকারক অশ্বরাজি বলা হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী (রঃ) এই দ্বিতীয় তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এই তফসীরই বিভিন্ন দিক দিয়ে সহীহ মনে হচ্ছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

হল।[২১৫]

أَنَابَ(٣٤)

(৩৫) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর, যার অধিকারী আমার পরে অন্য কেউ হতে পারবে না।[২১৬] নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥)

(৩৬) তখন আমি বায়ুকে তার অধীন ক'রে দিলাম, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে (বায়ু) মৃদু গতিতে (তাকে নিয়ে) প্রবাহিত হত।[২১৭]

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ(٣٦)

(৩৭) আরও অধীন করে দিলাম শয়তানদেরকে; যারা ছিল সকলেই প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী,

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧)

(৩৮) এবং আরও অন্যান্যকে; যারা শিকলে বাঁধা থাকত।[২১৮]

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ (٣٨)

(৩৯) এ সব আমার দান, সুতরাং তুমি (তা হতে) অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।[২১৯]

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)

(৪০) আর আমার নিকট রয়েছে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।[২২০]

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٤٠)

(৪১) স্মরণ কর, আমার দাস আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান ক'রে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।[২২১]

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ

---

([২১৫]) এই পরীক্ষা কি ছিল, সিংহাসনে রাখা নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল? তা সিংহাসনে রাখার অর্থ কি? এসব বিবরণ কুরআন পাকে বা কোন সহীহ হাদীসে বিদ্যমান নেই। তবে কোন কোন তফসীরবিদ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি ঘটনাকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম হল যে, একবার সুলাইমান ﷺ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, আজ রাত্রে আমি আমার (৭০ বা ৯০ জন) সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গেলেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ তদবীরের উপর পূর্ণ ভরসা করে বসলেন।) যাতে ফল এই দাঁড়ালো যে, স্ত্রীগণের মধ্যে মাত্র একজন গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর গর্ভ থেকে একটি মৃত ও অসম্পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নবী ﷺ বলেছেন, "যদি সুলাইমান ﷺ 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভ থেকে (তাঁর আশানুরূপ এক একটি) মুজাহিদ সন্তান ভূমিষ্ঠ হত।" *(বুখারী, মুসলিম)* এই সকল তফসীরবিদদের মতে সম্ভবতঃ 'ইনশাআল্লাহ' না বলা বা শুধু নিজ তদবীরের উপর ভরসা করাটাই ফিতনা বা পরীক্ষা ছিল, যে ফিতনায় সুলাইমান ﷺ-কে ফেলা হয়েছিল। আর সিংহাসনের উপর নিক্ষিপ্ত দেহ ঐ অসম্পূর্ণ বাচ্চা। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

([২১৬]) অর্থাৎ, তোমার হিকমত ও ইচ্ছায় আমার মুজাহিদ বাহিনী জন্ম দানের আশা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু যদি আমাকে এমন স্বচ্ছন্দ সাম্রাজ্য দান কর, যা আমি ছাড়া বা আমার পরে ঐরূপ সাম্রাজ্যের মালিক অন্য কেউ না হয়, তাহলে সন্তানের প্রয়োজনই থাকবে না। এই দুআও আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই ছিল।

([২১৭]) অর্থাৎ, আমি সুলাইমানের দুআ কবুল করলাম এবং তাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করলাম, যাতে বাতাসও তার অনুগত ছিল। এখানে অনুগত বাতাসকে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবহমান বলা হয়েছে, অথচ অন্য স্থানে তাকে প্রবল বলা হয়েছে। (সূরা আম্বিয়া ৮১ আয়াত) এর অর্থ এই যে, বায়ু সৃষ্টিগত শক্তি অনুযায়ী প্রবল। কিন্তু সুলাইমান ﷺ-এর জন্য তা মন্থর ক'রে দেওয়া হয়েছিল। অথবা সুলাইমান ﷺ-এর চাহিদা অনুযায়ী কখনো প্রবল হত, কখনো মন্থর হত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২১৮]) জ্বিনদের মধ্যে অবাধ্য বা কাফের জ্বিনকে শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হত। যাতে তারা আপন কুফরী বা অবাধ্যতার কারণে উচ্ছৃঙ্খলতা না করতে পারে।

([২১৯]) অর্থাৎ, তোমার দুআ মত আমি তোমাকে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। এখন মানুষের মধ্যে তুমি যাকে চাইবে, (দান) দেবে আর যাকে চাইবে না, দেবে না। আমি তোমার নিকট কোন হিসাব নেব না।

([২২০]) অর্থাৎ, পার্থিব ইজ্জত-সম্মান লাভ করার পরেও আখেরাতেও সুলাইমান ﷺ বিশেষ নৈকট্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

([২২১]) আইয়ুব ﷺ-এর রোগ ও তাতে তাঁর ধৈর্য ধারণ করার কাহিনী একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ধ্বংস করে এবং রোগ দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময় তিনি কয়েক বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন, এমনকি (তাঁর স্ত্রীগণও তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) তাঁর সাথে মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন, যিনি সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কোথাও কাজ-কর্ম ক'রে তাঁর জন্য কোন রকম আহারের ব্যবস্থা করতেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন বিস্তারিত রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তার মধ্যে কতটা সহীহ ও কতটা সহীহ নয়, তা জানার কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই। نُصُبٍ দ্বারা শারীরিক কষ্ট এবং عَذَابٍ দ্বারা ধন-সম্পদ ধ্বংস বুঝানো হয়েছে। আসলে সব কিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এর পরেও তার সাথে শয়তানের

بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١)

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢)

(৪২) (আমি তাকে বললাম,) 'তুমি তোমার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত কর, এ হল গোসলের ঠান্ডা পানি ও পানীয় পানি।'[২২২]

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لأُوْلِي الأَلْبَابِ (٤٣)

(৪৩) আমি আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ[২২৩] ও তাদের মত আরও (অনেক কিছু)।[২২৪]

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٤)

(৪৪) আমি তাকে আদেশ করলাম, 'এক মুষ্ঠি ঘাস নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর, আর শপথ ভঙ্গ করো না।'[২২৫] নিশ্চয় আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম দাস সে! নিশ্চয় সে ছিল আল্লাহ-অভিমুখী।

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ (٤٥)

(৪৫) স্মরণ কর, আমার দাস ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, ওরা ছিল শক্তিশালী ও বিচক্ষণ।[২২৬]

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)

(৪৬) আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম; তা ছিল পরকালের স্মরণ।[২২৭]

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ (٤٧)

(৪৭) অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম দাসদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْيَارِ (٤٨)

(৪৮) স্মরণ কর, ইসমাঈল, য়্যাসা' ও যুল-কিফলের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।[২২৮]

---

সম্পর্কের কথা এই জন্য বলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ শয়তানের কুমন্ত্রণাই তাঁকে এমন কর্মে লিপ্ত করেছিল, যার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা এসেছিল অথবা সম্পর্কের কথা আদবের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভালোকে আল্লাহর সাথে এবং মন্দকে নিজের বা শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

(২২২) আল্লাহ তাআলা আইয়ুব ﷺ-এর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁকে তাঁর পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে আদেশ করলেন, যাতে একটি ঝরনা নির্গত হল। সেই ঝরনার পানি পান করার ফলে আভ্যন্তরিক রোগ এবং গোসল করার ফলে বাহ্যিক রোগ দূরীভূত হল। অনেকে বলেন যে, ঝরনা দু'টি ছিল; একটিতে গোসল করেছিলেন ও অপরটির পানি পান করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের শব্দ দ্বারা প্রথম কথারই (একটি ঝরনা) সমর্থন হয়।

(২২৩) অনেকে বলেন যে, পূর্বে যে সকল পরিজনবর্গকে পরীক্ষাস্বরূপ ধ্বংস করা হয়েছিল, তাদেরকেই জীবিত ক'রে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মত আরো পরিজনবর্গ দান করা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা কোন সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। সহীহ এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্বের চেয়ে এত বেশি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করেছিলেন, যা পূর্বের দ্বিগুণ ছিল।

(২২৪) অর্থাৎ, আইয়ুব ﷺ-কে যে পুনরায় এই সকল বস্তু প্রদান করলাম, এতে বিশেষ অনুগ্রহের প্রকাশ ছাড়াও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, যাতে এর দ্বারা জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং বালা-মসীবতে তারাও আইয়ুব ﷺ-এর মত ধৈর্য ধারণ করে।

(২২৫) অসুস্থ অবস্থায় আইয়ুব ﷺ তাঁর শুশ্রূষাকারিণী পত্নীর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ ক'রে ফেলেছিলেন। রোগমুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, একশত ঘাসের গোছা বা ঝাঁটা (অথবা একশত ছড়াবিশিষ্ট খেজুর-কাঁদি) নিয়ে তাকে একবার আঘাত কর, তাহলেই তোমার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। উক্ত বিষয়ে উলামাগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, এই সুবিধা শুধু আইয়ুব ﷺ-এর জন্য, না অন্য কেউ একশত বেত্রাঘাতের পরিবর্তে একশত কাঠির ঝাঁটা মেরে কসম ভঙ্গ করা থেকে বাঁচতে পারবে। কেউ কেউ প্রথম মতকে বেছে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ বলেন যে, যদি কসমকারীর নিয়ত কঠিনভাবে মারার না হয়, তবে অনুরূপ আমল করা যাবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, "নবী ﷺ একজন ওজর-ওয়ালা দুর্বল ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাতের পরিবর্তে একশত কাঠির ঝাঁটা দ্বারা মেরে শাস্তি দিয়েছিলেন। *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ)* এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ অবস্থাতে এরূপ করা বৈধ।

(২২৬) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীনের সাহায্যের ব্যাপারে তাঁরা খুবই শক্তিশালী এবং ধর্মীয় জ্ঞানের দিক দিয়ে বড় বিচক্ষণ ছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, نِعَمٌ أَيْدِيْ (নিয়ামত ও অনুগ্রহ)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, এরা ঐ সকল ব্যক্তি যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ হয়েছে অথবা এরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করত।

(২২৭) আমি তাদেরকে আখেরাত স্মরণ করার জন্য বেছে নিয়েছিলাম। সুতরাং আখেরাত সর্বদা তাঁদের সামনেই থাকত। (সর্বদা আখেরাত স্মরণে থাকা, আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ এবং বিষয়-বিতৃষ্ণা ও পরহেযগারির ভিত্তি।) অথবা তাঁরা মানুষকে আখেরাত ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন।

(২২৮) য়্যাসা' ﷺ ইলয়্যাস ﷺ-এর নায়েব ছিলেন, আল-য়্যাসা'তে ال নির্দিষ্টীকরণের জন্য এবং এটা একটি অনারবী নাম। যুল-কিফ্‌ল সম্পর্কে জানার জন্য সূরা আম্বিয়ার ৮৫ নং আয়াতের টীকা দেখুন। أَخْيَارٌ অথবা خَيِّرٌ خَيِّرٌ এর বহুবচন যেমন مَيِّتٌ এর বহুবচন أَمْوَاتٌ।

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (٤٩)

(৪৯) এ হল সুখ্যাতি। আর নিশ্চয় সাবধানীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস;

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ (٥٠)

(৫০) চিরস্থায়ী জান্নাত -- যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য।

مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥١)

(৫১) সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা যত খুশী ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (٥٢)

(৫২) আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।[২২৯]

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٣)

(৫৩) বিচার দিনের জন্য তোমাদের এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (٥٤)

(৫৪) নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুযী; যার কোন শেষ নেই।[২৩০]

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥)

(৫৫) এ হল (সাবধানীদের জন্য)[২৩১] আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম;[২৩২]

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦)

(৫৬) জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকৃষ্ট সে শয়নাগার।

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧)

(৫৭) এ হল ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। সুতরাং ওরা তা আস্বাদন করুক।[২৩৩]

وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨)

(৫৮) এ ছাড়া রয়েছে এরূপ আরও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।[২৩৪]

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٩)

(৫৯) (জাহান্নামীদের নেতাদেরকে বলা হবে,) 'এ এক বাহিনী, যা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করবে।'[২৩৫] (ওরা বলবে,) 'ওদের জন্য অভিনন্দন নেই,[২৩৬] ওরা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[২৩৭]

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (٦٠)

(৬০) অনুসারীরা বলবে, 'তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করেছ।[২৩৮] সুতরাং কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল।'

---

([২২৯]) অর্থাৎ, তাদের চক্ষু আপন স্বামী থেকে অতিক্রম করবে না, أَتْرَابٌ - تِرْبٌ এর বহুবচন, অর্থ সমবয়স্কা বা অনন্ত রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২৩০]) এখানে رِزْق (রুযী)এর অর্থ দান এবং هَـٰذَا (এটি) শব্দ দ্বারা পূর্বে বর্ণিত সকল নিয়ামত এবং খাতির-সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা জান্নাতী ব্যক্তিরা উপভোগ করবে। نفاد শব্দের অর্থ বন্ধ বা শেষ হয়ে যাওয়া। এ সকল নিয়ামতও অশেষ হবে এবং সে খাতির-সম্মানও চিরস্থায়ী হবে।

([২৩১]) এখানে هَذَا উহ্য মুবতাদা (উদ্দেশ্য)র খবর (বিধেয়)। অর্থাৎ, اَلْأَمْرُ هَذَا অথবা هَذَا শব্দটি মুবতাদা আর তার খবর উহ্য আছে, অর্থাৎ هَذَا كَمَا ذُكِرَ অর্থাৎ এটা তো সাবধানীদের ব্যাপার। এর পর অপরাধীদের পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে।

([২৩২]) طَاغِيْنَ (সীমালংঘনকারী) হল তারা, যারা আল্লাহর বিধান অমান্য এবং রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে। يَصْلَوْنَ এর অর্থ হল يَدْخُلُوْنَ অর্থাৎ, প্রবেশ করবে।

([২৩৩]) هَذَا غَسَّاقٌ ও حَمِيْمٌ শব্দের খবর। অর্থাৎ, هَذَا حَمِيْمٌ وَ غَسَّاقٌ فَلْيَـذُوْقُوْهُ এ হল উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ; সুতরাং তারা তা আস্বাদন করুক। حَمِيْمٌ হল ফুটন্ত গরম পানি, যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি কেটে দেবে। غَسَّـاقٌ হল জাহান্নামীদের চর্ম থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত। অথবা এমন ঠান্ডা পানি যা পান করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

([২৩৪]) شَكْلِهِ অনুরূপ أَزْوَاجٌ বিভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ ফুটন্ত পানি ও পুঁজের মত আরো বিভিন্ন প্রকার শাস্তি থাকবে।

([২৩৫]) জাহান্নামের দরজায় দন্ডায়মান ফিরিশ্তাগণ, কাফেরদের দলপতিদেরকে এই কথা তখন বলবেন, যখন তাদের অনুসারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অথবা কাফের দলপতিরা তাদের অনুসারীদের দিকে ইঙ্গিত ক'রে নিজেদের মাঝে বলাবলি করবে।

([২৩৬]) এ কথা দলপতিরা জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফেরদের উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তাদের উত্তরে বলবে। অথবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। رَحْبَةٌ এর অর্থ প্রশস্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্য। مَرْحَبًـا শব্দটি অভিনন্দন সূচক, যা কোন আগত মেহমানকে স্বাগত ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের সময় ব্যবহার করা হয়। لَا مَرْحَبًا তার বিপরীত শব্দ।

([২৩৭]) এটা তাদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন না করার কারণ। আমাদের ও তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এরাও আমাদের মতই জাহান্নামে প্রবেশ করছে এবং যেমন আমরা শাস্তিযোগ্য হয়েছি, তেমনি এরাও জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য হয়েছে।

([২৩৮]) অনুসারীরা তাদের দলপতিদেরকে বলবে, তোমরাই কুফরী ও ভ্রষ্টতার রাস্তা আমাদের সামনে সুশোভিত ক'রে পেশ করতে, সুতরাং এই জাহান্নামের শাস্তিতে ফেলার মূলে হচ্ছ তোমরাই।

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (٦١)

(৬১) ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে[২৩৯] জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।'[২৪০]

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (٦٢)

(৬২) ওরা আরও বলবে, 'আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না।[২৪১]

أَاتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (٦٣)

(৬৩) তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম,[২৪২] নাকি আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না?'[২৪৩]

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (٦٤)

(৬৪) জাহান্নামীদের বাদ-প্রতিবাদ; অবশ্যই এ সত্য ঘটবে।[২৪৪]

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥)

(৬৫) বল, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র[২৪৫] এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি এক, পরাক্রমশালী।

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٦٦)

(৬৬) যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।'

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧)

(৬৭) বল, 'এ এক মহাসংবাদ।[২৪৬]

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨)

(৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩)

(৬৯) ঊর্ধ্বলোকে ফিরিশ্তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।[২৪৭]

إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠)

(৭০) আমার নিকট তো ওহী (প্রত্যাদেশ) এসেছে যে, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।'[২৪৮]

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١)

(৭১) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বলেছিলেন,[২৪৯] 'নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।[২৫০]

---

([২৩৯]) অর্থাৎ, যে আমাদেরকে কুফরের দাওয়াত দিয়েছিল এবং তা সত্য বলে ভরসা দিয়েছিল। অথবা যে কুফরীর দিকে দাওয়াত দিয়ে আমাদেরকে এই শাস্তির সম্মুখীন করেছে।

([২৪০]) এ কথা এর পূর্বে বেশ কিছু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফ ৩৮, সূরা আহযাব ৬৮ আয়াত।

([২৪১]) أَشْـرَارٌ (মন্দ) দ্বারা গরীব-মিসকীন মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। যেমন; আম্মার, খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও সালমান প্রভৃতি ﷺ। তাঁদেরকে উল্টাভাবে মক্কার দলপতিরা মন্দ লোক বলত এবং বর্তমানেও বাতিলপন্থীরা সত্যের অনুসারীদেরকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী ইত্যাদি 'খেতাব' দিয়ে বদনাম ক'রে থাকে।

([২৪২]) পৃথিবীতে, যেখানে আমরা ভুল পথে ছিলাম।

([২৪৩]) অথবা তারাও এখানে কোথাও আমাদের সাথেই আছে, কিন্তু আমাদের চক্ষু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

([২৪৪]) অর্থাৎ, তাদের পারস্পরিক বাক্-বিতন্ডা ও একে অপরকে দোষারোপ করা, একটি এমন সত্য, যা অবশ্যম্ভাবী।

([২৪৫]) অর্থাৎ, তোমরা যা ধারণা করছ, আমি তা নই। আসলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর গজব থেকে একজন ভীতি প্রদর্শনকারী।

([২৪৬]) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে আখেরাতের যে শাস্তি থেকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করছি এবং যে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছি, তা একটি মহাসংবাদ। তার ব্যাপারে উদাসীন ও বিমুখ হয়ে থেকো না। বরং তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে।

([২৪৭]) ملأ أعلـى অর্থ ঊর্ধ্বলোকের ফিরিশ্তাগণ, অর্থাৎ তারা কি আলোচনা করছিলেন? আমি তা অবগত নই। সম্ভবতঃ সেই اختِصَـام (বাক্‌বিতন্ডা) অর্থ ঃ সেই কথোপকথন, যা আদম সৃষ্টির সময় (আল্লাহ ও ফিরিশ্তাগণের মধ্যে) হয়েছিল। যেমন পরবর্তীতে তার বর্ণনা আসছে।

([২৪৮]) অর্থাৎ, আমার দায়িত্ব হল যে, আমি তোমাদেরকে ঐ সকল ফরয ও সুন্নত জানিয়ে দেব, যা পালন ক'রে তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে এবং ঐ সকল হারাম বস্তু ও পাপাচরণ বর্ণনা ক'রে দেব, যা থেকে বিরত থাকলে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে এবং বিরত না থাকলে তাঁর ক্রোধের শিকার হবে। এটাই সেই সতর্কবাণী, যার ওহী আমাকে করা হয়।

([২৪৯]) এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারা ৩০-৩৪, আ'রাফ ১১, হিজ্‌র ২৮-৩১, বানী ইস্রাঈল ৬১ ও কাহফ ৫০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

([২৫০]) অর্থাৎ, একটি মানুষ সৃষ্টি করব। بَشَـر মানে স্পর্শ করা, মিলানো। সর্বদা ভূপৃষ্ঠের সাথে মিলিত হয়ে থাকার জন্য মানুষকে 'বাশার' বলা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সাথেই তার সমস্ত সম্পর্ক এবং সব কিছুই সে পৃথিবীতেই ক'রে থাকে। অথবা মানুষ হল بادى البشرة অর্থাৎ, তার দেহ বা মুখমন্ডল প্রকাশ হয়ে থাকে।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢)

(৭২) সুতরাং যখন আমি ওকে সুঠাম করব[২৫১] এবং ওতে আমার রূহ (জীবন)[২৫২] সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সিজদার জন্য লুটিয়ে পড়ো।'[২৫৩]

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣)

(৭৩) তখন ফিরিশ্তারা সকলেই সিজদা করল--[২৫৪]

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤)

(৭৪) ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করল[২৫৫] এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল।[২৫৬]

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)

(৭৫) তোমার প্রতিপালক বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি[২৫৭] তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন?'

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦)

(৭৬) সে বলল, 'আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ, আর ওকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি হতে।'[২৫৮]

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧)

(৭৭) তিনি বললেন, 'তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও, কারণ নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨)

(৭৮) এবং অবশ্যই তোমার উপর আমার এ অভিশাপ কর্মফল দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٧٩)

(৭৯) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহলে তুমি আমাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও।'

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (٨٠)

(৮০) তিনি বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে--

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١)

(৮১) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

---

([২৫১]) অর্থাৎ, তাকে মানুষের রূপ দিয়ে দেব এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন ক'রে দেব।

([২৫২]) অর্থাৎ, সেই রূহ বা প্রাণ, যার মালিক একমাত্র আমিই। আমি ছাড়া যার ব্যাপারে কেউ কোন এখতিয়ার রাখে না এবং যা ফুঁকে দিলেই এই মাটির কলেবর জীবন, নড়া-চড়ার ক্ষমতা ও দৈহিক শক্তি অর্জন করবে। মানুষের সম্মান ও মর্যাদার জন্য এ কথাই যথেষ্ট যে, তাতে সেই রূহ ফুঁকা হয়েছে, যাকে আল্লাহ তাআলা 'আমার রূহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

([২৫৩]) এখানে যে সিজদার কথা বলা হয়েছে তা অভিনন্দন-জ্ঞাপক বা সম্মানসূচক (তা'যীমী) সিজদা ছিল, ইবাদতের সিজদা নয়। এরূপ সম্মানসূচক সিজদা করা পূর্বে বৈধ ছিল, যার জন্য আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাদের আদম ﷺ-কে সিজদা করার আদেশ দেন। বর্তমানে ইসলামী শরীয়তে কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করা বৈধ নয়। হাদীসে পাওয়া যায়, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি কাউকে সিজদা করা বৈধ হত, তবে আমি নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩২৫৫নং)*

([২৫৪]) এটা মানুষের জন্য দ্বিতীয় সম্মান যে, তাকে পূত-পবিত্র ফিরিশ্তাগণও সম্মানের জন্য সিজদা করেছেন। كُلُّهُمْ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কোন একজন ফিরিশ্তাও সিজদা করতে বাদ যাননি। তার পর أَجْمَعُوْنَ বলে পরিষ্কার ক'রে দিলেন যে, সকলে একই সময়ে সিজদা করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে নয়। কেউ কেউ বলেন, এখানে তাকীদের উপর তাকীদের শব্দ ব্যবহার ক'রে ব্যাপকতার সর্বশেষ পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২৫৫]) যদি ইবলীসকে ফিরিশ্তার গুণে গুণান্বিত ভাবা হয় তবে এই استثناء متصل হবে। অর্থাৎ ইবলীস সিজদার ঐ আদেশের আওতাভুক্ত হবে। এ ছাড়া এটা استثناء منقطع হবে, অর্থাৎ ইবলীস সেই আদেশের আওতাভুক্ত ছিল না। কিন্তু তার আকাশে বসবাসের কারণে তাকেও উক্ত আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে অহংকারবশতঃ তা পালন করতে অস্বীকার করল।

([২৫৬]) এখানে كَانَ (ছিল) صَارَ (হয়ে গেল)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন ও তাঁর আনুগত্যে অহংকার প্রদর্শনের কারণে সে কাফের হয়ে গেল। অথবা আল্লাহর ইল্মে সে কাফের ছিল।

([২৫৭]) এ কথাও মানুষের অতিরিক্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই। কিন্তু মানুষকে তিনি নিজের দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই হাত যেমন তাঁর মহত্ত্বের জন্য শোভনীয়। সে হাতের কোন দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ নেই।

([২৫৮]) অর্থাৎ, শয়তান তার বিকৃত মস্তিষ্কে এই ধারণা করেছিল যে, তার সৃষ্টির মূল উপাদান আগুন আদমের সৃষ্টির মূল উপাদান মাটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অথচ আগুন, মাটি ইত্যাদি সব একই শ্রেণীর উপাদান ও কাছাকাছি প্রায় সমপর্যায়ের বস্তু। এই সব বস্তুকে এক অপরের উপর তখনই প্রাধান্য দেওয়া যাবে, যখন বহিরাগত কোন অতিরিক্ত কারণ পাওয়া যাবে। আর এই বহিরাগত কারণ আগুনের পরিবর্তে মাটিই অর্জন করেছে। তা এইভাবে যে, আল্লাহ তাআলা মাটি থেকেই আদম ﷺ-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে আপন রূহ ফুঁকেছেন। এই দিক দিয়ে মাটিই আগুনের চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছে। এ ছাড়াও আগুনের কাজ হল পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে দেওয়া, আর মাটি হল তার বিপরীত; বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদন ক্ষেত্র।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢)

(৮২) সে বলল, 'তোমার ক্ষমতার শপথ! আমি অবশ্যই ওদের সকলকেই বিভ্রান্ত করব,

إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (٨٣)

(৮৩) তবে ওদের মধ্যে তোমার খাঁটি দাসদেরকে নয়।'

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤)

(৮৪) তিনি বললেন, 'সুতরাং এ হল বাস্তব সত্য এবং আমি সত্যই বলছি যে,

لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥)

(৮৫) তোমার দ্বারা ও ওদের মধ্যে তোমার সকল অনুসারীদের দ্বারা আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ(٨٦)

(৮৬) বল, 'আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না[২৫৯] এবং যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।[২৬০]

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧)

(৮৭) এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।[২৬১]

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)

(৮৮) এর সংবাদের সত্যতা তোমরা কিছুকাল পরে অবশ্যই জানতে পারবে।'[২৬২]

## সূরা যুমার[২৬৩]

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৩৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ৭৫

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١)

(১) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدْ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ

(২) নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এ গ্রন্থ যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি;[২৬৪] সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর।[২৬৫]

---

([২৫৯]) অর্থাৎ, দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা; পার্থিব কিছু স্বার্থ অর্জন করা নয়।

([২৬০]) অর্থাৎ, নিজের পক্ষ থেকে এমন কথা, যা আল্লাহ বলেননি, তা আল্লাহ বলেছেন বলে চালিয়ে দেব। অথবা তোমাদেরকে এমন কথার দাওয়াত দেব, যার আদেশ আল্লাহ তাআলা আমাকে দেননি। বরং কোন কম-বেশি করা ছাড়াই আল্লাহর আহকাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিই। (تكلف হল, যা জানি কষ্টকল্পনা ক'রে তার থেকে বেশী জ্ঞান প্রকাশ করা, যতটা খেতে বা খাওয়াতে পারি, কষ্ট ক'রে তার থেকে বেশী উত্তম খাবার প্রকাশ করা, যতটা পরতে পারি, কষ্ট ক'রে তার থেকে বেশী উত্তম পোশাক প্রকাশ করা ইত্যাদি।) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলতেন, 'যে ব্যক্তির কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে اللهُ أعلم বলা উচিত। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজ পয়গম্বরকে বলেছেন, "বলে দাও, (وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ) যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" *(ইবনে কাসীর)* এ ছাড়া এতে সাধারণ জীবনেও কৃত্রিমতা ও সাধ্যের বাইরে সাধনা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, (نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّـفِ) "আমাদেরকে কৃত্রিমতা প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।" *(বুখারী ৭২৯৩নং)* সালমান ﷺ বলেন, (نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ أَنْ نَتَكَلَّـفَ لِلضَّـيْفِ) অর্থাৎ, রসূল ﷺ আমাদেরকে মেহমানের জন্য কৃত্রিমতা প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে')* এতে বুঝা যায় যে, খাবার, পোশাক, বাসস্থান এবং অন্য বস্তুতে যে কৃত্রিমতা ও উন্নত জীবন যাত্রার নাম দিয়ে ধনবানদের চাল চলন অনেক ধনহীনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তা ইসলামী শিক্ষার বিপরীত। কারণ ইসলাম আমাদেরকে সাধারণ, আড়ম্বরহীন জীবন যাত্রা ও অকৃত্রিমতা অবলম্বন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

([২৬১]) অর্থাৎ, এই কুরআন বা অহী বা ঐ দাওয়াত যা আমি পেশ করছি, তা পৃথিবীর সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্য উপদেশ স্বরূপ; এই শর্তে যে, তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকতে হবে।

([২৬২]) অর্থাৎ, কুরআন যে সকল বস্তুর সংবাদ ও বর্ণনা দিয়েছে, যে পুরস্কার ও তিরস্কারের কথা বলেছে, তার সত্যতা অতি সত্বর তোমাদের সামনে এসে যাবে। সুতরাং তার কিছু সংবাদের সত্যতা বদর ও মক্কা বিজয়ের দিন প্রকাশ পেয়েছে। অথবা মৃত্যুর সময় সকলের কাছে তা প্রকাশ হয়ে যাবে।

([২৬৩]) হাদীসে পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ রাত্রে সূরা বানী ইস্রাঈল ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। *(তিরমিযী)*

([২৬৪]) অর্থাৎ এতে তাওহীদ ও রিসালাত, পরকাল এবং যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য। তা যথাযথভাবে বিশ্বাস, গ্রহণ ও পালন করার মাঝেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ।

([২৬৫]) এখানে دِيـــن এর অর্থ ইবাদত ও আনুগত্য এবং إخـــلاص এর অর্থ হল, বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। এই আয়াতটি নিয়ত ওয়াজেব ও তাতে ইখলাস থাকা জরুরী হওয়ার একটি দলীল।

الدِّينَ (٢)

أَلا لله الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣)

(৩) জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।[২৬৬] যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।'[২৬৭] ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন।[২৬৮] নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী।[২৬৯]

لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤)

(৪) আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি![২৭০] তিনিই আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٥)

(৫) তিনি যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা,[২৭১] চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

(৬) তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।[২৭২] অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।[২৭৩] তিনি

---

হাদীসেও খালেস নিয়তের গুরুত্ব (إنما الأعمال بالنيات) 'আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' শব্দ দ্বারা প্রকাশ ক'রে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে নেক আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হবে, তা গ্রহণ যোগ্য হবে (তবে শর্ত হল যে তা সুন্নত মোতাবেক হতে হবে)। পক্ষান্তরে যে আমলে অন্য কোন উদ্দেশ্য মিলিত হবে, তা অগ্রহণযোগ্য হবে।

(২৬৬) এটা সেই খালেস ইবাদতের তাকীদ যার আদেশ পূর্বের আয়াতে দেওয়া হয়েছে, আর তা হল ইবাদত ও আনুগত্য একমাত্র এক আল্লাহর জন্যই শোভনীয়, তাঁর ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্যও নয়। তবে রসূল ﷺ-এরও আনুগত্য করতে হবে, কারণ রাসূলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য; অন্য কারোর নয়। এ কথা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন। এর পরেও ইবাদতের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। কারণ ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কোন বড় থেকে বড় রসূলেরও করা বৈধ নয়; সাধারণ মানুষের, যাদেরকে মানুষ নিজের ইচ্ছামত আল্লাহর আসনে বসিয়ে রেখেছে, তারা তো দূরের কথা। (مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এর কোন প্রমাণ নেই।'

(২৬৭) এখান হতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকেই স্রষ্টা, রুযীদাতা এবং বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণকারী বলে বিশ্বাস করত। অথচ তারা অন্যের ইবাদত কেন করত? এর উত্তর তারা এই বলে দিত, যা কুরআন পাক এখানে বর্ণনা করেছে। তা হল 'সম্ভবতঃ এদের দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব অথবা এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।' যেমন অন্য জায়গায় বলেছেন, (هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ) "এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী হবে।" *(সূরা ইউনুস ১৮ আয়াত)*

(২৬৮) কারণ, পৃথিবীতে কেউ এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে, সে শির্ক করছে বা সে ভুল পথে আছে। ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাই ফায়সালা করবেন এবং ফায়সালা অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।

(২৬৯) সেই মিথ্যা উপাস্য দ্বারা তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে বা ওরা তাদের জন্য সুপারিশ করবে --এ কথা একেবারে মিথ্যা এবং আল্লাহ ব্যতীত ক্ষমতাহীন ব্যক্তিদেরকে উপাস্য মনে করাও বড় অকৃতজ্ঞতা। এমন মিথ্যুক ও অকৃতজ্ঞরা কিভাবে হিদায়াত পাবে?

(২৭০) অর্থাৎ, মুশরিকদের বিশ্বাস মত, তাঁর সন্তান হওয়ার প্রয়োজনই বা কি? বরং তিনি আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করতেন, তাকেই সন্তানরূপে গ্রহণ করতে পারতেন। তাদেরকে নয় যাদেরকে তারা তাঁর সন্তান বলে আখ্যায়িত ক'রে থাকে। কিন্তু আসলে আল্লাহ তো এই ত্রুটি থেকে পবিত্র। *(ইবনে কাসীর)*

(২৭১) تَكْوِيْرٌ -এর অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়া, রাত্রিকে দিনের উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল, রাত্রি আনয়ন করে দিনকে ঢেকে দিয়ে তার আলো শেষ ক'রে দেওয়া এবং দিনকে রাত্রির পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল, দিন আনয়ন করে রাত্রিকে ঢেকে দিয়ে তার অন্ধকার শেষ ক'রে দেওয়া। এর অর্থ এবং (يُغْشِيْ اللَّيْلَ النَّهَارَ) (الأعراف-٥٤) এর অর্থ একই।

(২৭২) অর্থাৎ, আদম ﷺ থেকে, তাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাত দ্বারা তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে নিজ রূহ ফুঁকেছিলেন।

(২৭৩) অর্থাৎ, হাওয়াকে আদম ﷺ-এর বামপার্শ্বের অস্থি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাও তাঁর কুদরতের বড় কৃতিত্ব। কারণ হাওয়া ছাড়া কোন নারীর সৃষ্টি কোন পুরুষের অস্থি থেকে হয়নি। ফলে হাওয়ার সৃষ্টি সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত এবং আল্লাহর মহাশক্তির একটি নিদর্শন।

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٦)

তোমাদের জন্য আট প্রকার পশু অবতীর্ণ করেছেন।[২৭৪] তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে[২৭৫] পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি[২৭৬] করেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?[২৭৭]

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧)

(৭) তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।[২৭৮] তিনি তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে তিনি তোমাদের কৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন।[২৭৯] আর একের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে এবং তোমরা যা করতে, তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরে যা আছে তা সম্যক অবগত।

وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لله أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨)

(৮) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে; পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে যার জন্য তাঁকে ডাকছিল তা ভুলে বসে[২৮০] এবং সে আল্লাহর পথ হতে অন্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর অংশী ঠিক ক'রে নেয়। বল, 'অবিশ্বাস অবস্থায় তুমি কিছুকাল জীবনোপভোগ ক'রে নাও, বস্তুতঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।'

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

(৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?)[২৮১] বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?[২৮২] বুদ্ধিমান লোকেরাই

---

([২৭৪]) এই আয়াতে সেই চার প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর (ছাগল, ভেঁড়া, উট, গরু) বর্ণনা হয়েছে, যা নর ও মাদা মিলে আট প্রকার হচ্ছে, যার বর্ণনা সূরা আনআমের ১৪৩- ১৪৪নং আয়াতে পার হয়ে গেছে। خَلَقَ أَنْزَلَ (সৃষ্টির) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে এই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে জান্নাতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরে তাদেরকে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে إنـــزال এর মূল অর্থ ধরতে হবে। অথবা أَنْـــزَلَ শব্দ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ এসব চতুষ্পদ জন্তু ঘাস-পাতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর ঘাস-পাতার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি নিতান্ত জরুরী। তাই মূলতঃ চতুষ্পদ জন্তু আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২৭৫]) প্রথম অন্ধকার মায়ের পেট, দ্বিতীয় গর্ভাশয়, তৃতীয় ঝিল্লী; সেই পাতলা আবরণ যাতে বাচ্চা জড়ানো থাকে।

([২৭৬]) অর্থাৎ, ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, প্রথমে বীর্য, অতঃপর রক্তপিন্ড, অতঃপর মাংসপিন্ড, অতঃপর অস্থির গঠন, তার উপর মাংসের আবরণ। এই সকল স্তর অতিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়।

([২৭৭]) অথবা কেন তোমরা হক থেকে বাতিলের দিকে এবং হিদায়াত থেকে ভ্রষ্টতার দিকে ফিরে চলেছ?

([২৭৮]) এর ব্যখ্যার জন্য সূরা ইব্রাহীমের ৮নং আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

([২৭৯]) অর্থাৎ, মানুষ যদিও কুফর (অকৃতজ্ঞতা) আল্লাহর (সৃষ্টিগত) ইচ্ছায় করে, কারণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কাজই হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়; তবুও তিনি কুফরীকে পছন্দ করেন না। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ শুকরের পথ, কুফরের নয়। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এর পূর্বেও এ বিষয়টির বর্ণনা কোন কোন স্থানে করা হয়েছে। সূরা বাক্বারার ২৫৩নং আয়াতের শেষাংশের টীকা দ্রষ্টব্য।

([২৮০]) অর্থাৎ, সেই দুআ ভুলে বসে। অথবা সেই কষ্ট ভুলে বসে, যা দূর করার জন্য সে অন্যদেরকে ছেড়ে আল্লাহর নিকট দুআ করত। অথবা সেই প্রভুকে ভুলে বসে, যাকে সে ডাকত ও তার সামনে কাকুতি-মিনতি করত, অতঃপর সে পুনরায় শির্ক করতে আরম্ভ করে।

([২৮১]) উদ্দেশ্য হল যে, কাফের ও মুশরিকের তো এই অবস্থা যা বর্ণনা করা হল। পক্ষান্তরে আর এক ব্যক্তি যে সুখে-দুঃখে, আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সিজদা ও কিয়াম অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তার মন আখেরাতের ভয়ে ভীত এবং সে প্রভুর রহমতের আশাধারী হয়। অর্থাৎ ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই তার মধ্যে পাওয়া যায়; যা প্রকৃত ঈমান। এরা দুইজন কি সমান হতে পারে? না, কক্ষনই না। ভয় ও আশা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস ﷺ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মুত্যু মুখে পতিত এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার অবস্থা কি?" সে ব্যক্তি বলল, 'আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখছি এবং স্বকৃত পাপের জন্য ভয়ও করছি।' রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এই অবস্থায় যদি কোন বান্দার মনে এই দু'টি কথা একত্রিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ বস্তু প্রদান করবেন, যে বস্তুর সে আশা করে এবং সেই বস্তু থেকে বাঁচিয়ে নেবেন, যার সে ভয় করে।" *(তিরমিযী -ইবনে মাজাহ)*

([২৮২]) অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি যে জানে যে, আল্লাহ শান্তি ও শাস্তির যে ওয়াদা করেছেন তা সত্য এবং ঐ ব্যক্তি যে এ কথা জানে না, এরা দুইজন সমান হতে পারে না। একজন বিজ্ঞ এবং অপরজন অজ্ঞ। যেমন শিক্ষা ও মূর্খতা এক নয়, অনুরূপ শিক্ষিত ও মূর্খ

কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[২৮৩]

وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (٩)

(১০) ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর।[২৮৪] যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ।[২৮৫] আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত।[২৮৬] ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।[২৮৭]

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـذِهِ الـدُّنْيَا حَسَـنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِـعَةٌ إِنَّـمَا يُـوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)

(১১) বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর ইবাদত (দাসত্ব) করতে;

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (١١)

(১২) এবং আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অগ্রণী হই।'[২৮৮]

وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢)

(১৩) বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তাহলে আমি অবশ্যই ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ(١٣)

(১৪) বল, 'আমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) করি।

قُلْ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (١٤)

(১৫) অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত (দাসত্ব) কর।' বল, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥)

(১৬) তাদের ঊর্ধ্বদেশে অগ্নিস্তর থাকবে এবং নিম্নদেশেও অগ্নিস্তর থাকবে।[২৮৯] এ শাস্তি হতে আল্লাহ নিজ দাসদেরকে ভীতিপ্রদর্শন

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ

---

সমান নয়। হতে পারে যে, এখানে আলেম ও জাহেলের উদাহরণ দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যেমন এরা দুইজন সমান নয়, অনুরূপ আল্লাহর বাধ্য ও অবাধ্য বান্দা, দুইজনে সমান হতে পারে না। কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আলেম (জ্ঞানী) বলে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে তার ইল্ম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করে। কারণ সেই (প্রকৃত আলেম যে তার) ইল্ম দ্বারা উপকৃত হয়। আর যে নিজ ইল্ম অনুযায়ী আমল করে না, সে ঠিক যেন অজ্ঞ। এই অর্থ অনুযায়ী এখানে আমলকারী ও বেআমল ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, এরা দুইজন এক সমান নয়।

(২৮৩) যারা মু'মিন, কাফের নয়; যদিও তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবে। যখন তারা নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনাই করে না এবং শিক্ষা ও নসীহতই অর্জন করে না, তখন তারা ঠিক যেন চতুষ্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত।

(২৮৪) তাঁর আনুগত্য করে, পাপকর্ম থেকে বিরত থেকে এবং ইবাদত ও আনুগত্য বিশুদ্ধভাবে একমাত্র তাঁরই জন্য সম্পাদন করে।

(২৮৫) এটা তাক্বওয়ার (আল্লাহ-ভীতির) উপকার। 'কল্যাণ' বলতে জান্নাত ও তার চিরস্থায়ী নিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। অনেকে فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا শব্দটিকে حَسَنَةٌ এর 'মুতাআল্লিক' (সম্পৃক্ত) ভেবে অর্থ করেছেন "যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে আছে কল্যাণ।" অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা, বিজয় ও গনীমত ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন। তবে পূর্বের অর্থই অধিক সঠিক।

(২৮৬) এখানে এই কথার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি স্বদেশে থেকে ঈমান ও তাক্বওয়ার উপর অটল থাকা বা শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে সে স্থানে বসবাস করা অপছন্দনীয়। বরং সেখান থেকে হিজরত ক'রে এমন স্থানে চলে যাওয়া দরকার, যেখানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সহজ হবে এবং যেখানে ঈমান ও তাক্বওয়া অবলম্বনের পথে কোন বাধা থাকবে না।

(২৮৭) ঈমান ও তাক্বওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই, তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি ক'রে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।

(২৮৮) أَوَّلَ (প্রথম বা অগ্রণী) হওয়ার অর্থ হল, বাপ-দাদার ধর্মের বিপরীত আচরণ ক'রে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত তিনিই পেশ করেছিলেন।

(২৮৯) ظُلَلٌ, ظُلَّةٌ এর বহুবচন, যার আসল অর্থ ঃ ছায়া। এখানে উদ্দেশ্য হল, জাহান্নামের আগুনের স্তর। অর্থাৎ, তাদের ঊর্ধ্বে ও নিম্নে আগুনের স্তর হবে, যা তাদের উপর দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (١٦)

করেন।[২৯০] হে আমার দাসগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي (١٧)

(১৭) যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে --

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ (١٨)

(১৮) যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম[২৯১] তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান।[২৯২]

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩)

(১৯) যার ওপর দন্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে;[২৯৩] তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পারবে, যে জাহান্নামে আছে?[২৯৪]

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ (٢٠)

(২০) তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট নির্মিত প্রাসাদ রয়েছে;[২৯৫] যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি,[২৯৬] আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأُوْلِي

(২১) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে ঝরনারূপে প্রবাহিত করেন[২৯৭] এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন,[২৯৮] অতঃপর এ শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা টুকরা-টুকরা ক'রে দেন?[২৯৯] এতে অবশ্যই বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রয়েছে।[৩০০]

---

([২৯০]) অর্থাৎ, এটাই পূর্ব বর্ণিত সুস্পষ্ট ক্ষতি ও স্তরবিশিষ্ট আগুনের শাস্তি, যা থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্যের পথ বেছে নিয়ে উক্ত নিকৃষ্ট ফল ভোগ করা থেকে বাঁচতে পারে।

([২৯১]) أَحْسَنُ (উত্তম) শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কথাকে বুঝানো হয়েছে। অথবা বিধি-বিধানের মধ্যে সব থেকে উত্তম বিধানকে, অথবা বাধ্যবাধকতামূলক ও অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মের মধ্যে বাধ্যবাধকতামূলক কর্মকে, অথবা শাস্তি দানের পরিবর্তে ক্ষমাশীলতাকে বেছে নেওয়ার প্রশংসা করা হয়েছে।

([২৯২]) কারণ, তারা নিজ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যরা নিজ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়নি।

([২৯৩]) অর্থাৎ, আল্লাহর ফায়সালা ও ভাগ্য অনুযায়ী সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছে। এমনভাবে সে কুফর ও যুলম এবং অন্যায় ও সীমালংঘনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব নয় এবং তাকে গুনাহতে পূর্ণরূপে এমনভাবে গ্রাস ক'রে নিয়েছে যে, পরিশেষে সে জাহান্নামী হয়ে গেছে। যেমন আবু জাহল ও আস বিন ওয়ায়েল প্রভৃতিরা।

([২৯৪]) যেহেতু নবী ﷺ নিজ জাতির সকল মানুষের ঈমানদার হওয়ার বড় আশা রাখতেন, সেহেতু আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তোমার এ আশা নিজ জায়গায় বিলকুল ঠিক, কিন্তু যার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে এবং আল্লাহর দন্ডাদেশ যার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে, তাকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

([২৯৫]) এর উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে একের উপর এক তলা হবে, যেমন পৃথিবীতে কয়েক তলাবিশিষ্ট অট্টালিকা হয়। জান্নাতেও মান অনুসারে বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা হবে, যার মধ্য হতে জান্নাতীদের ইচ্ছা অনুযায়ী দুধ, মধু, পানি এবং শারাবের নহর প্রবাহিত হতে থাকবে।

([২৯৬]) যে প্রতিশ্রুতি তিনি মু'মিন বান্দাদের সাথে করেছেন এবং তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

([২৯৭]) يَنَابِيْعَ - يَنْبُوْعٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ঝরনা। অর্থাৎ, বৃষ্টি রূপে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ হয় এবং তা শোষিত হয়ে ভূগর্ভে নেমে গিয়ে ঝরনার আকারে নির্গত হয় অথবা পুকুরসমূহে ও নদী-নালায় সংরক্ষিত হয়ে যায়।

([২৯৮]) অর্থাৎ, সেই একই পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন করেন, যার রঙ, স্বাদ, গন্ধ এক অপর থেকে আলাদা।

([২৯৯]) অর্থাৎ, সবুজ ও তরতাজা হওয়ার পর সেই ফসল শুকিয়ে হলুদবর্ণ হয়ে যায় অতঃপর টুকরো টুকরো হয়ে (শস্য ও খড়কুটা বা ভুসি আলাদা আলাদা হয়ে যায়) যেমন গাছের ডাল শুকিয়ে ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে যায়।

([৩০০]) অর্থাৎ, বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এর মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, পৃথিবীর উদাহরণও অনুরূপ। পৃথিবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর চাকচিক্য ও সতেজতা, তার শ্যামলতা ও সৌন্দর্য এবং তার আমোদ-প্রমোদ ও আরাম-আয়েশ ক্ষণকালের জন্য। এ সকল বস্তুকে মানুষের মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসা উচিত নয়। বরং সেই মৃত্যুর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা দরকার, যার পরের জীবন হল চিরস্থায়ী জীবন, যার কোন শেষ নেই। কেউ কেউ বলেন, এ হল কুরআন ও ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ের উদাহরণ। উদ্দেশ্য হল যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; যা তিনি মু'মিনদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেন। অতঃপর তার দ্বারা দ্বীন উদ্গত হয়। আর তার ফলে মানুষ এক অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। সুতরাং মু'মিনগণের

الأَلْبَابِ (٢١)

أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٢٢)

(২২) আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে,[৩০১] সে কি তার সমান-- যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣)

(২৩) আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে।[৩০২] এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে[৩০৩] তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়।[৩০৪] এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٤)

(২৪) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত, যে নিরাপদ?)[৩০৫] সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যে কর্ম করতে, তার শাস্তি আস্বাদন কর।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (٢٥)

(২৫) ওদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা মনে করেছিল, ফলে ওদের অজ্ঞাতসারে ওদের উপর শাস্তি এল।[৩০৬]

فَأَذَاقَهُمْ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢٦)

(২৬) সুতরাং আল্লাহ ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আস্বাদন করালেন।[৩০৭] আর নিশ্চয় পরলোকের শাস্তি কঠিনতর; যদি ওরা জানত!

---

ঈমান ও একীন বৃদ্ধি পায়। আর যাদের মনে রোগ আছে তারা শুকিয়ে যাওয়া ফসলের মত শুকিয়ে যায়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৩০১]) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য গ্রহণ করার এবং সঠিক পথ অবলম্বন করার সুমতি লাভ করেছে, অতঃপর সে তার অন্তরের প্রশস্ততার কারণে আল্লাহর দ্বীনের আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে, যার অন্তর ইসলামের প্রতি কঠোর, তার বক্ষ সংকীর্ণ এবং ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

([৩০২]) أَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (উত্তম বাণী)এর অর্থ হল কুরআন কারীম। متشابها এর অর্থ, কুরআনের শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য বাণী, তার সাহিত্য-শৈলী, শব্দালঙ্কার, অর্থ-সত্যতা ইত্যাদি গুণাবলীতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অথবা কুরআন পূর্ব আসমানী গ্রন্থসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, কুরআন অন্য সকল আসমানী কিতাবের অনুরূপ। مَثَانِيَ অর্থাৎ, এই কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস ও কাহিনী, আদেশ-উপদেশ ও বিধি-বিধানগুলিকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

([৩০৩]) কারণ, তারাই ঐ সকল আযাব ও শাস্তির ধমক, সতর্কবাণী বুঝতে পারে, যা অবাধ্যদের জন্য তাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

([৩০৪]) অর্থাৎ, যখন আল্লাহর করুণা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের আশা তাদের মনে জাগে তখন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায় এবং আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হয়ে পড়ে। ক্বাতাদা (রঃ) বলেন "এতে আল্লাহর আওলিয়াগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে; আল্লাহর ভয়ে তাঁদের অন্তর কম্পিত হয়, তাঁদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা তাঁরা মনে শান্তি পান। যিক্‌র করতে গিয়ে তাঁরা নেশাগ্রস্ত মাতালদের মত এবং সংজ্ঞাহীন বেহুঁশের মত হয়ে যান না। (যেমন তাঁরা নেচেও উঠেন না।) কারণ এসব হল বিদআতীদের আচরণ এবং তাতে শয়তানের হাত থাকে। *(ইবনে কাসীর)* যেমন বর্তমানেও বিদআতীদের কাওয়ালী-গান বা যিক্‌রের আসর অনুরূপ শয়তানী কার্যকলাপে পরিপূর্ণ; যাতে বিভিন্ন অবস্থার তারা উন্মত্ততা, মূর্ছা, অচৈতন্য, মোহিত, আত্মহারা, বিভোর, ধ্যানমগ্ন, বেহুঁশী, মস্তী ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে মু'মিনগণ কাফেরদের থেকে কয়েক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। প্রথম এই যে, মু'মিনগণের শ্রাব্য বস্তু হল কুরআন কারীম, আর কাফেরদের শ্রাব্য বস্তু হল নির্লজ্জ গায়িকাদের গান-বাজনা। (যেমন বিদআতীদের শ্রাব্য বস্তু হল শির্কী অতিরঞ্জনমূলক না'ত, গজল ও কাওয়ালী গান।) দ্বিতীয় এই যে, মু'মিনগণ কুরআন শ্রবণ ক'রে আদব ও ভীতি, আশা ও মহব্বত এবং অনুধাবন ও উপলব্ধির সাথে ক্রন্দন করেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে কাফেররা হৈ-হাল্লা করে এবং খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে। তৃতীয় এই যে, মু'মিনগণ কুরআন শ্রবণের সময় আদব ও বিনয় প্রকাশ করেন; যেমন সাহাবায়ে কিরামগণের বর্কতময় অভ্যাস ছিল। যার ফলে তাঁদের দেহ শিউরে উঠত এবং তাঁদের অন্তর আল্লাহর প্রতি আসক্ত হয়ে যেত। *(ইবনে কাসীর)*

([৩০৫]) অর্থাৎ, এ ধরনের মানুষ কি ঐ সকল মানুষের সমান হবে, যারা কিয়ামতের দিন নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে?

([৩০৬]) এবং তাদেরকে সেই শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারেনি।

([৩০৭]) এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে এই বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী জাতিরা পয়গম্বরদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করার ফলে তাদের এই অবস্থা হয়েছিল, আর তোমরা নবীকুল শিরোমণি ও মানবকুল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মিথ্যাজ্ঞান করছ। তোমাদেরকেও এই মিথ্যার ভয়াবহ পরিণতিকে ভয় করা দরকার।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧)

(২৭) আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।[৩০৮]

قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨)

(২৮) আরবী ভাষায় এ কুরআন; যাতে কোন জটিলতা নেই, যাতে ওরা সাবধানতা অবলম্বন করে।[৩০৯]

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٢٩)

(২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা তাতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শরীক এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন। এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান?[৩১০] সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; [৩১১] কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ জানে না।[৩১২]

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)

(৩০) নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরও মৃত্যু হবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١)

(৩১) অতঃপর কিয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতন্ডা করবে।[৩১৩]

---

([৩০৮]) অর্থাৎ, মানুষকে বুঝানোর জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। যাতে সকল কথা তাদের মনে গেঁথে যায় এবং তারা নসীহত গ্রহণ করে।

([৩০৯]) অর্থাৎ, কুরআন শুদ্ধ আরবী ভাষাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে কোন বক্রতা, বঙ্কিমতা ও জটিলতা নেই। যাতে মানুষ তাতে বর্ণিত শাস্তিসমূহকে ভয় করে এবং তাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অর্জন করার নিমিত্তে আমল করে।

([৩১০]) এতে মুশরিক (অংশীবাদী) ও মুখলিস (একেশ্বরবাদীর) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, একজন দাস যার কয়েকজন মনিব আছে, সুতরাং তারা আপোসে তাকে নিয়ে ঝগড়া করে। আর একজন দাস যার মনিব মাত্র একজন, তার মালিকানায় অন্য কেউ শরীক নেই। উক্ত দাস দু'টি কি সমান হতে পারে? না কক্ষনই না। অনুরূপ ঐ মুশরিক ব্যক্তি যে আল্লাহর সাথে অন্য দ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদত করে এবং ঐ মুখলিস মু'মিন ব্যক্তি যে একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না, উভয়ে সমান হতে পারে না।

([৩১১]) তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এই জন্য যে, তিনি সকল প্রকার অকাট্য প্রমাণ পেশ ক'রে দিয়েছেন।

([৩১২]) আর এই কারণেই তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে।

([৩১৩]) অর্থাৎ, হে নবী! তুমি ও তোমার বিরোধী সকলেই মৃত্যুবরণ ক'রে আখেরাতে আমার নিকট উপস্থিত হবে। পৃথিবীতে তোমাদের মাঝে তাওহীদ ও শির্কের ফায়সালা সম্ভব হয়নি এবং তুমি এই বিষয়ে ঝগড়া করতেই থেকেছ। কিন্তু আমি এখানে তার ফায়সালা করব এবং মুখলিস ও একত্ববাদে বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতে এবং মুশরিক (অংশীবাদী), অস্বীকারকারী এবং মিথ্যাজ্ঞানকারীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। উক্ত দুটি আয়াত দ্বারা নবী ﷺ-এর মৃত্যুর কথা প্রমাণ হয়। যেমন সূরা আলে ইমরানের ১৪৪নং আয়াতেও সে কথা প্রমাণ হয়। এই সব আয়াতসমূহ থেকে দলীল নিয়ে আবু বাক্র সিদ্দীক ﷺ লোকেদের মাঝে নবী ﷺ-এর মৃত্যুর কথা প্রমাণ করেছিলেন। অতএব নবী ﷺ সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি পৃথিবীতে যেমন জীবন পেয়েছিলেন, বারযাখী জীবন (কবরে)ও অনুরূপ জীবিত আছেন, কুরআনের স্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী। তিনিও অন্যান্য মানুষের মত মৃত্যুবরণ করেছেন, ফলে তাঁকেও দাফন করা হয়েছে এবং কবরে তিনি অবশ্যই বারযাখী জীবন পেয়েছেন। তবে তা কেমন তার জ্ঞান আমাদের নেই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে কবরে তাঁকে পৃথিবীর মত জীবন দেওয়া হয়নি। (ﷺ)